কারিতাস রবিবার
বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১১ ❖ ২০ - ২৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি

ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২২

২৬ মার্চ
মহান স্বাধীনতা দিবস

ত্যাগ ও সেবা কি এবং কেন

মায়ের কাছে স্বাধীনতাপাগল
এক সন্তানের চিঠি

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।"

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত জন ব্যাপ্টিষ্ট ডি'কস্তা (নায়েব)
মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত আগ্নেস রড্রিক্স
মৃত্যু : ১২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ক্যাথরিন ডি'কস্তা (হাসি)
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ মার্চ, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত এভারিশ পেরেরা
জন্ম: ৩০ জানুয়ারি, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ মার্চ, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

প্রয়াত ফিলোমিনা কস্তা
জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৪ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় শোকাহত স্মরণীয় দিনগুলি, যে দিনগুলিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গেছো। তোমাদের স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর যেন আমরাও তোমাদের পবিত্র জীবন ও আদর্শের অনুসারী হতে পারি।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায়–

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –

এড্ওয়ার্ড ডি'কস্তা

ছেলে-ছেলে বউ	:	হিউবার্ট-জ্যোৎস্না, রিচার্ড-চন্দনা, রেমন্ড
মেয়ে-মেয়ে-জামাই	:	লাভলী-বিপিন, লাইলী-রবার্ট, লীনা-লিটু, লীজা-আকাশ
নাতি-নাতনীরা	:	কিষাণ, কুন্তল, কৌশল, রিন্‌ভী, কলিন্স, কান্তা, ব্রেন্ডা, ব্রেডেন, গ্রেস, এঞ্জেল, মাধুর্য, মুগ্ধ, রোজলীন-সাগর, রিয়া-কলিন্স, এলভিস ও পূর্ণতা
পুতিন	:	অরলিন ও এ্যারন

বিজ্ঞ/৭৪/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১১
২০ - ২৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৬ - ১২ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

শান্তিময় বিশ্ব গড়তে প্রয়োজন ভালোবাসা ও সেবা

সম্প্রতি বিশ্ববাসী দু'টি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একটি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে। মানুষের উদাসীনতা ও স্বার্থপরতার কারণে করোনা ভাইরাস মহামারিতে মানবকূলকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। একইভাবে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও। মানুষ শুনেছে ও দেখেছে ১ম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ২য় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ। আর বর্তমানকালের রাশিয়া-ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর যুদ্ধ। এ সকল নেতিবাচক বাস্তবতার মধ্যেও আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠে মানুষের মানবিকতাবোধ। মহামারি করোনা ভাইরাসের সময়কালে ভালোবাসা ও সেবার বাস্তবতা আমাদের সামনে মূর্ত হয়েছে। আমাদের সমাজ ও দেশে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ ব্যতীত কত শত সাধারণ মানুষ পরম ভালোবাসায় রোগি ও নিঃস্বদের সেবায় এগিয়ে এসেছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মুখোমুখি হলেও অনেক রাষ্ট্রই সমঝোতা সৃষ্টি করে শান্তি স্থাপন করার আশার আলো জ্বেলে রাখছেন। পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারাবিশ্বের মানুষই করোনা মহামারি থেকে রক্ষা পেতে এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে ঈশ্বরের সহায়তা যাচ্না করে প্রার্থনা করে চলেছেন। বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাদের সকলের প্রার্থনা শুনবেন এবং যুদ্ধরত পক্ষদের পরিবর্তিত হয়ে শান্তি আনয়নে আলোকিত করবেন।

তপস্যাকালে খ্রিস্টানগণ বিশেষভাবে মন পরিবর্তনের উপর জোর দেন। এ পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক ও দৃশ্যমান নয় তা অন্তরের। মন-মানসিকতার পরিবর্তন। মন্দ থেকে ভালোতে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাবার একটি যাত্রা এই তপস্যাকালের সময়। তবে এ যাত্রা অবিরাম। এ বছরের তপস্যাকালের বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস পবিত্র বাইবেলের বাণী উচ্চারণ করে বলেন, আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি! কেননা, আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, ... যতক্ষণ সময় সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি (*গালাতীয় ৬:৯-১০*)। মন পরিবর্তন করাটাও মঙ্গল কাজেরই অংশ। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ারকাজের মতো আরো অন্যান্য মঙ্গল কাজ করার সুযোগ আমাদের জীবনে প্রায়ই আসে। তপস্যাকালের এ মৌলিক অনুশীলনীগুলো করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের মন পরিবর্তনের ইচ্ছাটিকে দৃঢ় করে তুলতে পারি।

ঐতিহ্যগতভাবে মাণ্ডলিক বর্ষপুঞ্জিতে তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন করা হয়। কারিতাস শব্দটির অর্থ ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা সকল ধর্মেরই সার কথা। মানুষকে ভালবাসার মধ্যদিয়েই সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসা যায়। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্ট ভালবাসা ও সেবার উপরই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। যে ভালবাসা প্রাত্যহিক জীবনে প্রকাশিত হয় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, সহমর্মিতা-সহভাগিতা, দয়াদান, ক্ষমা ও ত্যাগস্বীকার অনুশীলনের মধ্যদিয়ে। কারিতাস বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী সেই সর্বজনীন দয়াময় ভালবাসার কাজটা চলমান ও গতিশীল রাখছে। ভালবাসা ও সেবার কাজে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে যাচ্ছে। এ বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় - 'ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি।' এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি আহ্বান। সকলেই ভলোবাসা ও সেবার কাজে জড়িত হতে পারে।

গরীব-দুঃখী, উদ্বাস্তু-শরণার্থী ও সমাজের প্রান্তিকজনদের পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হলেই অনেক মানুষ ত্যাগ ও সেবাতে স্বাধীন ও ইচ্ছাকৃতভাবে সাড়া দিবে। প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক উন্নতি হলেও এখনো বাংলাদেশের অনেক মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য হাহাকার করছে, বহু লোক না খেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে, বহু লোক রাস্তার পাশে রাত্রি যাপন করছে, অসুস্থতায় চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছে। এদের দুরাবস্থা দেখেও তাদের পাশে থাকার স্পৃহা আমাদের অনেককেই তাড়িত করে না। অসহায় এই মানুষের কথা চিন্তাতে আনা, তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব তৈরী করার এখনই সময়। কেননা দয়াশীল ঈশ্বরই প্রথম আমাদের অন্তরে উত্তম বীজ বপন করেছেন। আমরাও ভালোবাসা, সেবা, সহভাগিতা-সহযোগিতা, ক্ষমা-পুনর্মিলন ও শান্তির সেই বীজ ছড়িয়ে দেই সকলের কাছে। ✝

তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন। **(যোহন ৪:১১)**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

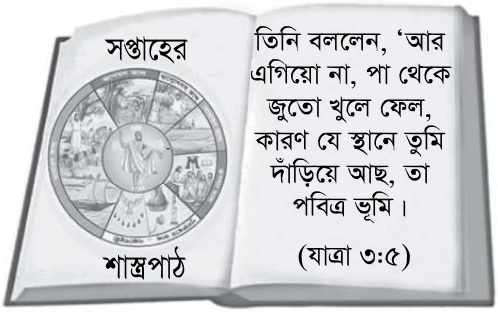

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২০ - ২৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২০ মার্চ, রবিবার
যাত্রা ৩: ১-৮, ১০, ১৩-১৫, সাম ১০৩: ১-৪, ৬-৮, ১১, ১ করি ১০: ১-৬, ১০-১২, লুক ১৩: ১-৯

২১ মার্চ, সোমবার
২ রাজা ৫: ১-১৫ক, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০

২২ মার্চ, মঙ্গলবার
বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী
দানি ৩: ২৫, ৩৪-৪৩, সাম ২৫: ৪-৯, মথি ১৮: ২১-৩৫

২৩ মার্চ, বুধবার
২ বিব ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯

২৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরে ৭: ২৩-২৮, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, লুক ১১: ১৪-২৩

২৫ মার্চ, শুক্রবার
ইসা ৭: ১০-১৪; ৮: ১০, সাম ৪০: ৬-১১, হিব্রু ১০: ৪-১০, লুক ১: ২৬-৩৮

২৬ মার্চ, শনিবার
বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস
হোসেয়া ৬: ১-৬, সাম ৫১: ১-২, ১৬-১৯খ, লুক ১৮: ৯-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২০ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৯৭ ফাদার আলফ্রেড জে. নেফ সিএসসি (ঢাকা)

২১ মার্চ, সোমবার
+ ১৯২৩ ফাদার আলবার্ট ব্লিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬০ ফাদার জেমস মার্টিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার এনরিকো ভিগানো পিমে (দিনাজপুর)

২২ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ২০০৩ সিস্টার মেরী পাত্রিসিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী পেট্রা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৯০ ফাদার ফ্রান্সিস রোজারিও (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ সিস্টার অর্ঞ্জিয়া পাহান সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার বানার্ড পালমা (ঢাকা)

২৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৯ ফাদার হেনরী ভেনহার ওএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ ফাদার ফেডারিক বার্গম্যান সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ সিস্টার এম. বোনাভিতা কানোন সিএসসি
+ ২০০৪ ফাদার মার্কুশ মারান্ডী (রাজশাহী)

১৯ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৫৫ ফাদার লুইজি ওজ্জিওনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৬ ফাদার আমেদেও পেলিজ্জেজ্জা এসএক্স

মানসিকতার পরিবর্তন প্রসঙ্গে কিছু কথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পথচলার ৮২ বছর, ০৩ সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত "খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর নির্বাচনের সময় সকলেই দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন চান। নির্বাচনের পরে নিজেদের দেওয়া পরিবর্তনের কথা প্রায় সকলেই ভুলে যান। কেননা তারা তো প্রতিষ্ঠান বা দেশের পরিবর্তন চান; নিজেদের নয়। কিন্তু বড় কোন পরিবর্তনের জন্য আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। ব্যক্তির পরিবর্তন হলো সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। লেখাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সত্য কথাটি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য প্রশংসার দাবিদার। সম্পাদক মহোদয়ের প্রতি রইল আন্তরিক ভালবাসা এবং সমবায়ী অভিনন্দন। মানুষ সাধারণত লেখাপড়া করে উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত হলেও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আইনজীবী পেশায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে তাকে আবার সেই বিষয়ে কমপক্ষে আরো ২/৪ বছর পড়াশুনা করতে হয় এটাই নিয়ম। অথচ ক্রেডিট ইউনিয়নের সপ্তমূলনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা সত্ত্বেও লাখ টাকা ব্যয় করে দলীয় প্রথায় নির্বাচন করে সমিতির পরিচালক বনে যায়। অনতি বিলম্বে এই মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া অত্যাবশ্যক মনে করি।

ভাবতে অবাক হই, ভাওয়াল অঞ্চলের প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট ইউনিয়নের পাশাপাশি কমপক্ষে আরো ৪/৫টি বিভিন্ন ধরণের সংঘ-সমিতি সমাজ উন্নয়নের জন্য সেবামূলক কাজে জড়িত। এমনকি গৌরবময় বর্ষপূর্তি/জুবিলী পালনে লাখ টাকা ব্যয় করে প্রশংসার দাবিদার। অথচ গরীব প্রতিবেশি (সমিতির সদস্য) সু-চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য কামনা করে (সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকায়) জনসমক্ষে আবেদন জানায়। ভাবতে লজ্জাকর নয় শুধু খুবই বেদনাদায়ক। গুণীজনের কথা "মানব কল্যাণেই মানবতা হোক মানুষের ধর্ম" কথাটি মূল্যায়নে সুধী সমাজের নিকট সবিনয় আবেদন, আসুন মানসিকতার পরিবর্তনের নিদর্শন এবং প্রতিবেশিকে ভালবাস কথাটির অনুপ্রেরণায় অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একটু সহানুভূতি জানাই।

সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু একটু ত্যাগস্বীকারের। সকলের সু-স্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করি।

পল পিটার গমেজ
মণিপুড়িপাড়া, ঢাকা।

ফাদার রিপন রোজারিও এসজে

তপস্যাকালের ৪র্থ রবিবার

প্রথম পাঠ : যোশুয়া ৫:৯-১২

দ্বিতীয় পাঠ : ২ করি ৫:১৭-২১

মঙ্গলসমাচার : লুক ১৫:১-৩, ১১-৩২

আমরা ধীরে ধীরে যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছি। তপস্যাকালের শুরু খ্রিস্টযাগের পাঠসমূহের মধ্যদিয়ে মাতামণ্ডলী আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনযাপন কেমন হওয়া উচিত। তারই ধারাবাহিকতায় তপস্যাকালের চতুর্থ সপ্তাহের রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের পাঠগুলি আমাদের যে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে সেটা হলো "পুনর্মিলন"। যিশুখ্রিস্ট ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে তাঁর সাথে পুনর্মিলিত করে গেছেন, বিশেষ করে যারা ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে নিজেদের দূরে সরে রেখেছিল, যিশু তাদেরকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন।

প্রথম পাঠে যোশুয়ার গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার পর ইস্রায়েলীয়রা প্রথমবারের মতো নিস্তার পর্ব পালন করছে। মরুভূমিতে খাদ্যাভাবে তারা ঈশ্বর প্রদত্ত মান্না খেতে শুরু করেছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুত দেশে গিয়ে তারা নিজেদের উৎপাদিত খাদ্য দিয়ে নিস্তার পর্ব পালন করল। আর এভাবে নিস্তার পর্ব পালনের মধ্যদিয়ে ইস্রায়েল জাতি আবার বাহ্যিক রীতি-নীতির মধ্যদিয়ে নিজেদেরকে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করলো। ফলশ্রুতিতে, আমরা দেখতে পাই ইস্রায়েল জাতি ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা নতুন সম্পর্কের সূচনা হলো।

দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমরা খ্রিস্টের সাথে পুনর্মিলনের মধ্যদিয়ে নতুন সৃষ্টি বা নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি। কারণ ঈশ্বর নিজে খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় আমাদের সাথে পুনর্মিলিত হয়েছেন। সেই সাথে তিনি আরো ঘোষণা করেন যে যিশুর সাথে পুনর্মিলিত হলে ঈশ্বর আমাদের আর কোন অপরাধ গণ্য করবেন না বরং ঈশ্বর নিজেকে আমাদের সাথে পুনর্মিলিত করবেন।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা অপব্যয়ী পুত্রের উপমা কাহিনী শুনে থাকি। এই উপমা কাহিনীটিকে অনেকে আবার বড় ভাই বা ক্ষমাশীল পিতার উপমা কাহিনী বলেও অভিহিত করে থাকেন। আজকের উপমাটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই তিনটি প্রধান চরিত্র। এই তিনটি চরিত্র হলো আমাদের জীবনেরই প্রতীক। হয়তোবা আমাদের জীবন এই তিনজন চরিত্রের যেকোন একজনের সাথে মিলে যেতে পারে। এই তিনজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে অনুধ্যান করে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। কারণ এই তিন চরিত্র আমাদের জীবনেরই কথা বলে।

প্রথম চরিত্র - অপব্যয়ী পুত্র : অপব্যয়ী পুত্র নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে, নিজের সুখের আশায়, পিতার অবাধ্য হয়ে দূর দেশে চলে যায়। এখানে দূর দেশ শুধুমাত্র কোন ভৌগোলিক দেশ নয়। এখানে দূর দেশ হলো নিজের জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা। সত্যিকার অর্থেই 'জীবন' এর মানে হলো একে অন্যের সান্নিধ্যে থেকে, সুখে-দুঃখে, হাসি-আনন্দে-ভালোবাসায় প্রতিটি দিন অতিবাহিত করা। কিন্তু অপব্যয়ী পুত্র এমন এক পথ বেছে নিয়েছিল, যা তাকে নিজের আপনজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাইবেলে বর্ণিত আছে, সে ভোগ বিলাসে বা পাপের পথে নিমজ্জিত ছিল। আমরা তখনই পাপের পথে ধাবিত হই যখন আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার পথ থেকে দূরে সরে যাই। অন্যভাবে বলতে পারি, ঈশ্বরের ভালোবাসা নিজের জীবনে গ্রহণ না করলেই আমরা পাপের পথে নিমজ্জিত হই। অপব্যয়ী পুত্রের মতো আমরাও হয়তোবা আমাদের নিজেদের জীবনে অনেক অজানা দেশের সন্ধান পেয়েছি। জীবনে চলার পথে আমরাও দূরে সরে গিয়েছি। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, নিজের আপনজনদের কাছ থেকে দূরে সরে যাই এবং সর্বোপরি আমরা নিজেদের কাছ থেকে বা জীবন থেকে দূরে সরে যাই। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাই, তখনই আমাদের জীবনে ধস্ নেমে আসে। যেমনটি হয়েছিল অপব্যয়ী পুত্রের জীবনে। তাহলে আমরা কি করব? আমরা অপব্যয়ী পুত্রের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সে যেমন নিজের দোষ স্বীকার করে তার পিতাকে বলতে পেরেছিল, আমি ঈশ্বর ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। নিজেকে সে নম্র করেছিল। অতীতের ভুল বুঝতে পেরে সে অন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোর পথে এসেছিল। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে তার পিতা তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল ও ভালোবাসার বন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ঠিক তদ্রুপ আমরা যখন আমাদের নিজেদের দোষ স্বীকার করি তখন ঈশ্বরও আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যান।

দ্বিতীয় চরিত্র - জ্যেষ্ঠ সন্তান : ২য় চরিত্রটি জ্যেষ্ঠ সন্তান বা বড় ভাইয়ের। সে ছিল বাবার বাধ্য। বাবার প্রতিটি কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো। সে তার নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। নিয়ম পালন করতে করতে সে অনেকটা নিয়মের বেড়াজালে আটকা পড়ে গিয়েছিল। তাইতো ছোট ভাইটিকে সে ক্ষমা করতে পারেনি। সে বিশ্বাস করতো যে, শুধু মাত্র ক্ষমা চাইলেই হবে না, তার ভাইকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অনেক সময় আমরাই বড় ভাইয়ের চরিত্র আমাদের জীবনের জন্য বেছে নেই। আমরাও নিয়ম কানুন, দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন। আমরাও মনে করি যে, ভুলের জন্য সবাইকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, শুধুমাত্র ক্ষমা চাইলেই হবে না। কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত আছে, যিশু আমাদের ভুলের জন্য বা পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেন যাতে আমরা নতুন করে জীবন লাভ করতে পারি। আমরা যারা বড় ভাইয়ের মতো নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ, তাদের সবকিছুর উপরে ক্ষমার স্থান দিতে হবে। কারণ ক্ষমাতেই পাওয়া যায় পরম আনন্দ।

তৃতীয় চরিত্র -ক্ষমাশীল পিতা : তৃতীয়ত, আমরা দেখতে পাই ক্ষমাশীল পিতাকে যিনি সবকিছু ভুলে গিয়ে সন্তানকে কাছে টেনে নেন। তার কাছে ভালোবাসা হলো সবকিছুর উপরে। সন্তান যতবড় ভুলই করুক না কেন, পিতা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ঠিক তেমনি আমাদেরও ক্ষমাশীল পিতার ন্যায় হতে হবে। অন্যকে ক্ষমা করতে হবে। অন্যকে ক্ষমা করতে পারলে আমাদের নিজেদের মনটা হাল্কা হয়। ক্ষমা করার মধ্যদিয়ে আমরা শুধু আধ্যাত্মিকভাবেই বলীয়ান হই না, পাশাপাশি আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে হই সুস্থ সবল। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, যুগ যুগ ধরে মহান ব্যক্তিগণ তাঁদের শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাইতো তাঁরা আজ মরেও অমর।

আমাদের সমাজেও রয়েছে অপব্যয়ী পুত্র বা বড়ভাইয়ের মতো অনেক চরিত্র। আমরা অনেকেই আধুনিক জীবন-ব্যবস্থার বেড়াজালে বন্দি যেখানে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব। সেখানে সাধারণত থাকে না পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এছাড়াও রয়েছে আমাদের সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অভাব। অনেক ছেলে-মেয়ে ছোটবেলা থেকেই দেখে বাবা-মার মধ্যে কলহ, একঘরে থাকলেও তাদের মধ্যে মনের মিল নেই। আবার অনেকে অফিসে ও কর্মক্ষেত্রে এতই ব্যস্ত যে ছেলেমেয়েদের জন্য কোন সময়ই থাকে না। বাবা-মার ভালোবাসা বঞ্চিত এসব ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। এরকম হাজারো সমস্যা আমাদের সুন্দর মনগুলো অসুন্দরের বেড়াজালে বন্দি করে রাখে।

প্রশ্ন জাগতে পারে আমরা কি অসুন্দর দূর করে সবকিছু সুন্দর করতে পারি না? অবশ্যই। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম সবসময় বলতেন, "তোমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখো না, বরং এমন স্বপ্ন দেখো যা তোমাদের ঘুম কেড়ে নেয়।" আমাদের সবাইকে ভালো জীবনের স্বপ্ন দেখতে হবে। পোপ ফ্রান্সিস আমাদের আহ্বান জানান ঈশ্বরের দয়া নিয়ে ধ্যান করতে। ঈশ্বরের দয়ায় ভরপুর আমাদের জীবন। তপস্যাকাল আমাদের যিশুর অসীম দয়া ও ভালবাসা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের সাথে পুনর্মিলিত হতে চান। আমরা কি পারি না যিশুর ভালোবাসার ধারক ও বাহক হয়ে সুন্দর মনের অসুন্দর বেড়াজাল ছিন্ন করতে?

তপস্যাকাল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস- এর বাণী

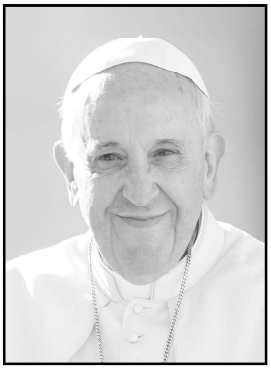

"আমরা যেন সৎ কাজ ক'রেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি! কেননা, আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তা হলে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল পাবই। তাই বলি, এসো, যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি *(গালাতীয় ৬:৯-১০)*।"

সুপ্রিয় ভাই এবং বোনেরা,

তপস্যাকাল হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নবায়নের একটি অনুকূল সময়, কেননা এটি আমাদেরকে যিশুখ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্যের দিকে ধাবিত করে। ২০২২-এর তপস্যা-যাত্রার জন্য ভালই হবে, যদি আমরা গালাতীয়দের কাছে সাধু পলের অনুপ্রেরণা-বাণী অনুধ্যান করি: "আমরা যেন সৎ কাজ ক'রেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি! কেননা, আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তা হলে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল পাবই। তাই বলি, এসো, যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি *(গালাতীয় ৬:৯-১০)*।"

১) বীজ বপন ও ফসল কাটা

উপরোক্ত বাণীর মধ্যদিয়ে প্রেরিত দূত বীজ বপন ও ফসল কাটার উপমাটিকে আরও মূর্ত ক'রে তোলেন, যেটি যিশুর কাছে অত্যন্ত প্রিয় *(মথি ১৩)*। সাধু পল আমাদের কাছে বলেন একটি যথাযথ সময়ের কথা: ভবিষ্যৎ ফসল কাটার লগ্নকে সামনে রেখে বীজ বপনের একটি উপযুক্ত সময়ের কথা। আমাদের জন্য এই "যথাযথ সময়" কোনটি? তপস্যাকাল নিশ্চিতভাবেই আমাদের জন্য তেমন একটি যথাযথ সময়; কিন্তু আমাদের গোটা জীবন-কালই তেমন, যার মধ্যে তপস্যাকাল কোন কোন দিক দিয়ে যথাযথ সময়ের একটি প্রতিবিম্ব।[১] আমাদের জীবনে প্রায় সব সময়েই লোভ, অহংকার আর নিজের অধিকারে গচ্ছিত রাখার, জমিয়ে রাখার ও ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে, এমনটিই আমরা মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত নির্বোধ লোকটির কাহিনীতে দেখি, সে ভেবেছিল তার গোলায় সঞ্চিত প্রচুর খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য জিনিষ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে *(লুক ১২:১৬-২১)*। তপস্যাকাল আমাদেরকে পরিবর্তনের আমন্ত্রণ জানায়, মানসিকতার পরিবর্তনের আমন্ত্রণ জানায়, যেন জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য উন্মোচিত হয় ভাল কিছু অধিকার ক'রে রাখায় নয়, বরং দিয়ে দেওয়ায়, জমিয়ে রাখায় নয়, বরং বুনে দেওয়ায় ও সহভাগিতায়।

সবার আগে বপন করেন যিনি, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি অত্যন্ত উদারভাবে "আমাদের মানব-পরিবারে উত্তমতার বীজ বপন করেন" (*Fratelli Tutti,* 54)। তপস্যাকালে আমাদেরকে আহ্বান করা হয়, যেন আমরা তাঁর বাণী গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের উপহারের প্রত্যুত্তর দেই, যে বাণী জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল *(হিব্রু ৪:১২)*

প্রতিনিয়ত ঐশবাণী শ্রবণ আমাদেরকে তাঁর কাজের প্রতি উন্মুক্ত ও বিনয়ী করে তোলে *(যাকোব ১:২১)* এবং আমাদের জীবনে ফল দান করে। এটি অনেক আনন্দ বয়ে আনে; কিন্তু এর চেয়েও বড় যা কিছু হয়, তা হচ্ছে- এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের সহকর্মী ক'রে তোলে *(১ম করিন্থীয় ৩:৯)*। বর্তমান সময়ের উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে *(এফেসীয় ৫:১৬)* আমরাও উত্তমতার বীজ বপন করতে পারি। উত্তমতার বীজ বপনের এই আহ্বানকে বোঝা নয়, বরং অনুগ্রহ হিসেবে দেখা উচিৎ। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছা করেন, আমরা যেন তাঁর অপরিমেয় উত্তমতার সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত থাকি।

ফসল কাটার বিষয়টা কি? আমরা কি ফসল কাটার জন্যই বীজ বপন করি না? অবশ্যই! সাধু পল বীজ বপন ও ফসল কাটার মধ্যে গভীর সংযোগের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলেন: "যে মানুষ কৃপণ হয়ে স্বল্প বীজ বোনে, সে তো পায় স্বল্প ফসল; যে মানুষ উদার হয়ে বেশী বীজ বুনে, সে তো পায় অনেক ফসল *(২য় করিন্থীয় ৯:৬)*।" আসলে, কোন ধরনের ফসলের কথা আমরা বলছি? উত্তমতার যে প্রথম ফলটি আমরা বপন করি, তা আমাদের মধ্যেই, আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দৃশ্যমান হয়; এমন কি তা দৃশ্যমান হয় আমাদের ছোট ছোট দয়ার কাজেও। ভালবাসার কাজ, তা সে যত ছোটই হোক, আর "উদার প্রচেষ্টা" ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাবে না (তুলনীয়, *Evangelli Gaudium,*২৭৯)। যেমন ক'রে ফল দেখে আমরা একটি গাছকে চিনি *(মথি ৭:১৬,২০)*, তেমনিভাবে শুভকর্মে জীবনের আলোক বিচ্ছুরিত হয় *(মথি ৫:১৪-১৬)* এবং জগতের কাছে খ্রিস্টের সৌরভ বয়ে নিয়ে যায় *(২ করিন্থীয় ২:১৫)*। পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সেবা বয়ে আনে সকলের পরিত্রাণের জন্য পবিত্রতার ফসল *(রোমীয় ৬:২২)*।

আসলে, আমরা যা বপন করি তার সামান্য ফলই আমরা দেখতে পাই; কারণ, মঙ্গলসমাচারীয় প্রবাদ অনুসারে, "একজন বীজ বুনে যায়, ফসল কাটে আর একজন *(যোহন ৪:৩৭)*।" যখন আমরা অন্যদের সুবিধার জন্য বীজ বপন করি, তখন আমরা ঈশ্বরের নিজের মঙ্গলকারী ভালবাসায় অংশগ্রহণ করি: "উত্তমতার যে বীজ আমরা বপন করি, সেই বীজের মধ্যে সুপ্ত শক্তিতে আমাদের আশা রাখা সত্যিই মহৎ বিষয়। এমন ক'রেই তো একটি প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়, যার ফসল তোলার কাজ করবে অন্যেরা *(Fratelli Tutti,*196)। অন্যদের সুবিধার জন্য বীজ বপন আমাদেরকে সংকীর্ণ আত্ম-স্বার্থ থেকে মুক্ত করে, আমাদের কাজের মধ্যে স্বেচ্ছা-সেবার একটি স্পৃহা দান করে এবং আমাদেরকে করে তোলে ঈশ্বরের পরিকল্পনার মঙ্গলময় দিগন্ত-সীমার অংশীদার।

ঈশ্বরের বাণী আমাদের দর্শনকে প্রসারিত ও উন্নত করে: এটি আমাদের বলে যে, প্রকৃত ফসল কাটা হচ্ছে পারলৌকিক- এটি সেই শেষের দিনের, চিরদিনের ফসল কাটা। আমাদের জীবন ও কর্মের পরিপক্ক ফল হচ্ছে "অনন্ত জীবনের ফল" *(যোহন ৪:৩৬)*; সেটিই আমাদের "স্বর্গীয় সম্পদ" *(লুক ১২:৩৩; ১৮:২২)*। যিশু নিজেই মাটিতে পড়ে মরে গিয়ে ফসল উৎপন্ন হওয়ার উপমাটি ব্যবহার করেন তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্যের প্রতীক হিসেবে *(যোহন ১২:২৪)*। আবার সাধু পল একই উপমা ব্যবহার করেন আমাদের দেহের পুনরুত্থানের কথা বলতে গিয়ে: "যা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, তা নশ্বর; যা পুনরুত্থিত হয়, তা অনশ্বর; যা পুঁতে রাখা হয়, তা হেয়; যা পুনরুত্থিত হয়, তা গৌরবময়; যা পুঁতে রাখা হয় তা দুর্বল; যা পুনরুত্থিত হয়, তা শক্তিশালী; যা পুঁতে রাখা হয়, তা জৈব একটা দেহ; যা পুনরুত্থিত হয়, তা আধ্যাত্মিক একটি দেহ *(১ম করিন্থীয় ১৫:৪২-৪৪)*।" পুনরুত্থানের আশা হচ্ছে এক মহান আলো, যা পুনরুত্থিত খ্রিস্ট জগতকে দান করেন। কারণ "আমরা যদি শুধু এই জীবনেই খ্রিস্টের ওপর ভরসা রাখা মানুষ হয়ে থাকি, শুধু এটুকুই- তা হ'লে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই তো সবচেয়ে দুর্ভাগা। আসলে কিন্তু খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতই হয়েছেন- শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে যারা, তিনি তাদের মধ্যে যেন নতুন ফসলের সেই প্রথম ফলেরই মতো *(১ম করিন্থীয় ১৫:১৯-২০)*।" "তাঁর মতো মৃত হয়েই *(রোমীয় ৬:৫)*" যারা ভালবাসায় তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত থাকে, তারা অনন্ত জীবনের জন্য তাঁর পুনরুত্থানের সঙ্গেও একাত্ম হবে *(যোহন ৫:২৯)*। "সেদিন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মতোই দীপ্তিমান হয়ে উঠবে *(মথি ১৩:৪৩)*।"

২) "আমরা যেন সৎ কাজ ক'রেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি"

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের জাগতিক আশাকে অনন্ত জীবনের "মহত্তর প্রত্যাশার" দ্বারা উৎফুল্ল ক'রে তোলে; এটি আমাদের বর্তমান সময়ে পরিত্রাণের বীজ বপন করে (ষোড়শ বেনেডিক্ট, *Spe Salvi*, ৩;৭)। বিক্ষিপ্ত স্বপ্নে হতাশাজনক তিক্ততা, সামনে থাকা চ্যালেঞ্জসমূহের দুঃশ্চিন্তা এবং সম্পদের অপ্রতুলতা

জনিত হতাশা আমাদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারে আত্ম-কেন্দ্রিকতায় আশ্রয় খুঁজতে এবং অন্যদের দুঃখ-কষ্টে নির্বিকার থাকতে। আসলে, আমাদের সর্বোত্তম সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে: "যুবরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে, যুবরা হোঁচট খায়, আর পড়েও যায় *(ইসাইয়া ৪০:৩০)*।" তবু ঈশ্বর "অবসাদগ্রস্তকে শক্তি দেন, ক্ষমতাহীনকে তিনি বলশালী ক'রে তোলেন... প্রভুতে যারা আশা রাখে, তারা তাদের শক্তি ফিরে পাবে, ঈগল পাখীর মতো তারা ডানায় ভেসে বেড়াবে, দৌড়ালেও তারা অবসন্ন হবে না, পথ চলায় তারা কখনো ক্লান্ত হবে না" *(ইসাইয়া ৪০:২৯,৩১)*। তপস্যার এই সময়টি আমাদের আমন্ত্রণ জানায় প্রভুতে বিশ্বাস ও আশা রাখতে *(১ম পিতর ১:২১)*; কেননা, আমরা যদি শুধু পুনরুত্থিত খ্রিস্টে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি *(হিব্রু ১২:২)*, তবেই আমরা প্রেরিতদূতের আবেদনে সাড়া দিতে সমর্থ হবো: "আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি *(গালাতীয় ৬:৯)*।

আমরা যেন প্রার্থনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ি। যিশু আমাদের শিক্ষা দেন আমরা যেন "নিরাশ না হয়ে সর্বদাই প্রার্থনা করে যাই *(লূক ১৮:১)*।" ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজন; তাই আমাদের প্রার্থনা করা দরকার। অন্য সব কিছুকে বাদ দিয়ে আমাদেরকেই শুধু আমাদের প্রয়োজন এমন চিন্তা একটি বিপজ্জনক বিভ্রান্তি। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভঙ্গুরতা সম্পর্কে বর্তমানের অতিমারি যদি সচেতনতাকে বাড়িয়ে থেকে থাকে, তবে এই তপস্যাকাল যেন আমাদেরকে সান্ত্বনা লাভের অভিজ্ঞতা দান করে, যে সান্ত্বনা আসে ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে। তাঁকে ছাড়া আমরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতেও পারি না *(ইসাইয়া ৭:৯)*। কেউ একা পরিত্রাণ লাভ করে না; কারণ, ইতিহাসের ঝড়-ঝঞ্জা সত্ত্বেও আমরা একই নৌকার যাত্রী।[২] আর নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরকে ছাড়া কেউ পরিত্রাণের দেখা পায় না। কারণ, শুধমাত্র যিশুখ্রিস্টের পরিত্রাণ-রহস্যই মৃত্যুর গাঢ় জলের উপর বিজয় লাভ করে। বিশ্বাস কিন্তু আমাদের জীবনের বোঝা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আমাদেরকে দূরে রাখে না; কিন্তু বিশ্বাস খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সংঙ্গে যুক্ত থেকে সে সমস্তকে মোকাবেলা করতে সমর্থ ক'রে তোলে। এতে থাকে সেই আশা, যে আশা আমাদেরকে নিরাশ করে না, যে আশা ঐশ-ভালবাসার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া সেই ভালবাসা *(রোমীয় ৫:১-৫)*।

আমাদের জীবন থেকে মন্দতাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে আমরা যেন ক্লান্তি বোধ না করি। তপস্যাকাল শারীরিক উপবাসের যে আহ্বান জানায়, সেই উপবাস যেন পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের আত্মাকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। ঈশ্বর কখনোই ক্ষমা করতে ক্লান্তি বোধ করেন না, এটা জেনে আমরাও যেন প্রায়শ্চিত্ত ও পুনর্মিলনের সাক্রামেন্তে ক্ষমা চাইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে না পড়ি।[৩] ইন্দ্রিয়পরায়নতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ি; এটি সেই দূর্বলতা, যা সকল মন্দতা ও স্বার্থপরতাকে উসকে দেয়; এটি কালের প্রবাহমানতায় নর-নারীকে পাপের পথে ধাবিত করার জন্য বহুবিধ পথ বেছে নেয় (*Fratelli Tutti*, ১৬৬)। এ সমস্তের মধ্যে একটি হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তি, যা মানবীয় সম্পর্ককে রুগ্ন করে। তপস্যাকাল হচ্ছে এই সমস্ত প্রলোভনকে প্রতিহত করার এবং এর বদলে আরও সমন্বিত মানবীয় যোগাযোগকে কর্ষণ করার একটি প্রসন্ন সময় (ঐ, ৪৩)। এই যোগাযোগ সাধিত হয় সামনা-সামনি ও ব্যক্তিগত "খাঁটি সাক্ষাতের" (ঐ, ৫০) মাধ্যমে।

আমাদের প্রতিবেশিদের প্রতি সক্রিয় বদান্যতায় ভাল কাজ করতে গিয়ে আমরা যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ি। এবারের তপস্যাকালে আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে দান ক'রে আমাদের দানকর্মের চর্চা করতে পারি *(২ করিন্থীয় ৯:৭)*। বপনকারীকে বপনের বীজ এবং খাদ্যের জন্য রুটি সরবরাহ করেন যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর শুধু যে আমাদের প্রত্যেককে খাবার অন্ন পেতে সমর্থ ক'রে তোলেন, তা-ই নয়, বরং উদারভাবে অন্যের মঙ্গল করতেও আমাদের সমর্থ ক'রে তোলেন। যেহেতু সত্যি অমাদের গোটা জীবনটাই আছে উত্তমতার বীজ বপনের জন্য, আসুন আমরা তপস্যাকালের এই বিশেষ সুযোগটাকে গ্রহণ ক'রে আমাদের কাছের মানুষদের যত্ন করি; আসুন আমরা বেরিয়ে পড়ি জীবন-পথে প'ড়ে থাকা আমাদের আহত ভাই-বোনদের সন্ধানে *(লূক ১০:২৫-৩৭)*। অভাবীদের এড়িয়ে যাওয়া নয়, বরং খুঁজে বের করার অনুকুল সময় হচ্ছে তপস্যাকাল; যারা সহৃদয় শ্রোতার দেখা পেতে এবং দু'টো ভাল কথা শুনবার আকাঙ্ক্ষায় আছে, তাদেরকে অবজ্ঞা করা নয়, বরং তাদের খুঁজে বের করার উপযুক্ত সময় হচ্ছে তপস্যাকাল; যারা একাকীত্বে ভুগছে, তাদেরকে পরিহার করা নয়, বরং তাদের সাথে সাক্ষাতের মোক্ষম সময় হচ্ছে তপস্যাকাল। সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে আমাদের আহ্বানকে আসুন বাস্তবে চর্চা করি; আসুন দরিদ্র ও অভাবীদের ভালবাসতে আমরা সময় ব্যয় করি, যারা পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত, যারা বৈষম্যের স্বীকার এবং প্রান্তিক অবস্থায় আছে।

৩) "আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তাহ'লে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফলই পাব।"

প্রতি বছর তপস্যাকালে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, ভালবাসা, ন্যায্যতা এবং ঐক্যের মতো উত্তমতাও হঠাৎ ক'রেই একবার ও সব সময়ের জন্য অর্জিত হয় না; এ সমস্তকে প্রতিটি দিনে বাস্তব ক'রে তুলতে হবে (ঐ, ১১)। আসুন আমরা ঈশ্বরকে অনুনয় করি, তিনি যেন আমাদেরকে কৃষকদের মতো ধৈর্য্যশীল অধ্যবসায় *(যাকোব ৫:৭)* দান করেন এবং প্রতিটি ধাপে উত্তম কাজ করার জন্য স্থিরতা দান করেন। আমরা যদি প'ড়ে যাই, তবে যেন আমাদের হাতটি পরম পিতার দিকে তুলে ধরি, যিনি সর্বদাই আমাদের উঠিয়ে নেন। যদিও বা আমরা হারিয়ে গিয়ে থাকি, সেই অসৎ-এর দ্বারা পথ-ভ্রান্ত হয়ে থাকে, তবুও যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে সংকোচ বোধ না করি; ঈশ্বর তো "ক্ষমাদানে উদার" *(ইসাইয়া ৫৫:৭)*। ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং মণ্ডলীর একত্বে সমৃদ্ধ হয়ে মন পরিবর্তনের এই সময়ে আমরা যেন ভাল কাজ করতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ি। আমাদের উপবাসের দ্বারা জমি প্রস্তুত হয়, প্রার্থনার দ্বারা জল সিঞ্চন হয় এবং দানকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। আসুন আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, "আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তাহ'লে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফলই পাব" এবং অধ্যবসায়ের অনুগ্রহের গুণে, আমাদের ও অন্যদের পরিত্রাণের *(১ম তিমথি ৪:১৬)* জন্য যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা আমরা পাব *(হিব্রু ১০:৩৬)*। সবার প্রতি ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসার অনুশীলন করে আমরা খ্রিস্টের সংগে সংযুক্ত হই, যে খ্রিস্ট আমাদের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন *(২ করিন্থীয় ৫:১৪-১৫)*। আমাদেরকে স্বর্গরাজ্যের আনন্দের পূর্ব-স্বাদ দেওয়া হয়েছে, যেখানে পরমেশ্বরই হবেন "সব কিছু- সবারই মধ্যে" *(১ম করিন্থীয় ১৫:২৮)*।

কুমারী মারীয়া, যিনি তাঁর গর্ভে মুক্তিদাতাকে ধারণ করেছেন এবং "এই সমস্ত কথা অন্তরে গেঁথে রেখে তা নিয়ে ধ্যান করেছেন *(লূক ২:১৯)*", তিনি আমাদের জন্য ধৈর্য্যের গুণটি নিয়ে দিন। তিনি তাঁর বাস্তব উপস্থিতি দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন, যেন মন পরিবর্তনের এই বিশেষ সময় আমাদের জন্য চিরকালীন পরিত্রাণের ফল বয়ে আনে।

রোম, সাধু যোহন লাতেরান, ১১ নভেম্বর, ২০২১, সাধু মার্টিনের স্মরণ দিবস (বিশপ)

পোপ ফ্রান্সিস

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

১। দ্রষ্টব্য: সাধু আগষ্টিন, উপদেশ- ২৪৩,৯,৮; ২৭০,৩; সাম: ১১০,১

২। দ্রষ্টব্য: পোপ ফ্রান্সিসের পরিচালনায় প্রার্থনার বিশেষ মুহূর্ত (২৭ মার্চ ২০২০)

৩। দ্রষ্টব্য: দূত সংবাদ, ১৭ মার্চ ২০১৩

কারিতাস প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ভাই-বোনেরা, সকলের প্রতি রইলো অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা!

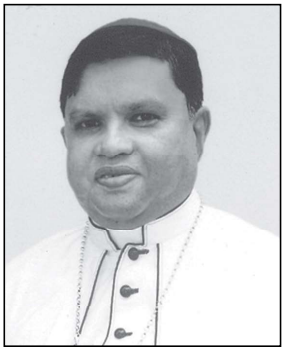

প্রতি বছরের ন্যায় কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানকালে পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী ও জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২২ খ্রিস্টবর্ষের মূল বিষয় এবং বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করেছে। তা হল:**"ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি।"**

পোপ মহোদয় এ'বছর উপবাসকালীন বাণীতে বলতে চেয়েছেন,**''আমরা যেন সৎ কাজ করতে পিছু পা না হই, তাহলে ঠিক সময়ে সঠিক ফল পাব।"** তিনি গালাতীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রের উধৃতি দিয়েছেন। ''আমরা যেন সৎ কাজ করতেই থাকি, কখনো ক্লান্তি না মানি, কেননা আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তাহলে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল পাবই। সুযোগ পেলেই আমরা যেন সকলের মঙ্গল বা উপকার করতে চেষ্টা করি, বিশেষ করে যারা খ্রিস্টবিশ্বাসের বন্ধনে আমাদের আপনজন *(গালাতীয় ৬:৯-১০)*।"

সম্প্রতি সময়ে রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনে আগ্রাসন ও যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলছে। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আজ যুদ্ধ, সংঘাত, ধর্ষণ, মারামারি, জীবন হানি, অন্যায় অবিচার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মন্দ কাজ ঘটে চলেছে। বিগত দু'টি বছর ধরে কোভিড-১৯ বিশ্ব মহামারি/অতিমারির প্রভাবে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ঘাটতি পূরণ হবার নয়। ইতোমধ্যে করোনা বিশ্ব মহামারির প্রাণঘাতি ছোবলে প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। করোনার ভয়াবহতায় উন্মুক্ত স্থানে জনসমাবেশ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে সরকারী বিধি-নিষেধ ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে ছোট পরিসরে আয়োজন করতে হয়েছে। অনেক সময় করতে হয়েছে অনলাইনে ধর্মীয় উপাসনাদি। তার উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্বাস্তু মানুষের মানবিক হাহাকারে ভারি হচ্ছে আকাশ-বাতাস। এ যেন মানবসৃষ্ট আর একটি মহা সামাজিক দুর্যোগ। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সময়ে অসময়ে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বিশ্ববাসীকে টিকে থাকতে হচ্ছে।

জোরপূর্বক দেশ দখল, আগ্রাসন, জাতিগত দাঙ্গা, ঘুষ, দুর্নীতি, অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন, অর্থ পাচার, মাদকাসক্তি, বেপরোয়া ও অমানবিক আচরণ, ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন, নৈতিক স্খলন ও পাষণ্ডতায় মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ন্যায়-নীতিবোধ, পাপবোধ, অপরাধবোধ ভুলে পার্থিব সুখের সন্ধানে বিভোর হয়ে উঠেছে। বৈষয়িক সম্পদ অর্জনে মানুষ হয়েছে অন্ধ, মানুষেরা অন্তরচোখ রেখেছে বন্ধ। একদিকে কোভিড-১৯ এর মত বিশ্ব মহামারি, অন্যদিকে দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অভিবাসন সমস্যা, দেশে রোহিঙ্গা সমস্যা, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, কোটি কোটি মানুষ বেকার, নিম্ন আয়ের মানুষের বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যে লাগামহীন উর্ধ্বগতি- এসবই মানুষ ও মানব জাতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে তপস্যাকাল আমাদেরকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানায়, মন-মানসিকতার পরিবর্তনের আমন্ত্রণ জানায়, যেন জীবনের সত্য সৌন্দর্য উন্মোচিত হয় ভাল কিছু অধিকার করে রাখায় নয়, বরং দিয়ে দেওয়ার, জমিয়ে রাখার নয়, বুনে দেওয়ায় ও সহভাগিতায়। প্রায়শ্চিত্তকাল হল আত্মশুদ্ধি, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপরীক্ষার, সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভে দয়া ও সেবা কাজ করার সময়। স্বল্প বীজ বুনলে তো স্বল্প ফসল ঘরে তোলা হয়, যত বেশী দয়া ও সেবার কাজ করা যাবে তত বেশী পুরস্কার সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে পাওয়া যাবে।

এই তপস্যাকালে কারিতাসের কর্মী ভাইবোন ও সকলের প্রতি আহ্বান জানাই ঈশ্বরে/স্রষ্টায় বিশ্বাসী নতুন মানুষ হয়ে ওঠার এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন করার। জীবনের পাপময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর মানুষ হওয়ার। অন্যায়-অবিচার, অন্যায্যতা, হিংসা-বিদ্বেষ, সন্ত্রাস, হত্যা, বর্তমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয় তা দূর করে ন্যায়, শান্তি ও সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার। পোপ মহোদয় আহ্বান করেছেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনের জন্য সম্মান জানানোর। ভালবাসাপূর্ণ সেবার মনোভাব নিয়ে অভাবী ও দুঃখ-ক্লিষ্ট ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়াই, ভাল কাজ করতে যেন কখনও ক্লান্ত না হই। আজ মানব জীবন হিংসা, হানাহানি, প্রতিশোধ ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মৃত্যুর গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। আসুন জীবন রক্ষায় প্রত্যাশী হই, সুন্দর জীবন ও শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলি।

ধন্যবাদান্তে

+ বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী
প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ
বিশপ, খুলনা ধর্মপ্রদেশ

কারিতাস বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালকের বাণী

"ত্যাগ ও সেবা অভিযান" ২০২২ খ্রিস্টাব্দের অভিযান এমন এক সময় হচ্ছে, যখন সারা বিশ্ব উৎকণ্ঠায় রয়েছে যুদ্ধের বিভীষিকায়। ঠিক এই সময়ই সারা পৃথিবীর মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন যুদ্ধকালীন সময়ে মানুষের কষ্ট। সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই বছর "ত্যাগ ও সেবা অভিযান" পালন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২২ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসাবে বেছে নিয়েছে

"ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি"।

এ বছর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকালে যে বাণী রেখেছেন তার মূলভাব নেওয়া হয়েছে পবিত্র বাইবেলের গালাতীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্র হতে। যেখানে লেখা আছে, "সুতরাং আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি। কেননা আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তাহলে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল পাবই। তাই বলি, এসো, যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি *(গালাতীয় ৬:৯-১০)*।"

আমরা প্রতিনিয়ত শুধুই পেতে চাই, এ পাওয়ার ইচ্ছাই আমাদের দিন দিন স্বার্থপর করে তুলছে। আর ব্যক্তি স্বার্থপরতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে বহু অকল্যাণকর ও মানবতাবিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। গোষ্ঠিতে-গোষ্ঠিতে, জাতিতে-জাতিতে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আজ স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং প্রতিযোগিতা ও অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং এগুলোর প্রতিকারের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব নিয়ে একে অপরকে সহায়তা করা অতিব জরুরী। এ পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের মূলসুর: "ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি" বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টিকর্তা আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে ভালবাসা, সেবা, দয়া প্রদর্শন অন্যতম, যা শান্তি স্থাপনের নিয়ামক। অতএব, ভালবাসা, সেবা, দয়া, মমতা ও ক্ষমা নিয়ে আমাদেরকে দরিদ্র, দুঃস্থ নিপীড়িত, বেদনাগ্রস্ত, যুদ্ধে নিরীহ ক্ষতিগ্রস্ত, নানা সংহিংসতার শিকার, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, মানবপাচার, লাগামহীন মুনাফালোভীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ বন্টনের শিকার সেই সকল মানুষের পাশে নিরলসভাবে ভালোবাসাপূর্ণ সেবার মনোভাব নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

গত বছর আমরা বাংলাদেশ -এর স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন করেছি। এই বছর কারিতাস বাংলাদেশর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন শুরু করেছি। ৫০টি বছর একটি জাতির জন্য অনেক বড় পাওয়া। ৫০ বছর অর্থ পূর্ণতার দিকে যাওয়া। তাই এখন সময় এসেছে অন্যের জন্য কিছু করার।

কারিতাস বাংলাদেশ ৫০টি বছর ধরে এদেশে মানব কল্যাণে অনেক ভালোবাসাপূর্ণ সেবা দিয়ে মানব উন্নয়নে ও সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তাই বলে কি আমরা থেমে থাকব? আমরা আমাদের সেবা ও ভালোবাসার কাজগুলো করেই যাবো, আমাদের কোন ক্লান্তি থাকবে না। বিগত ৫০ বছর ভাল কাজ করার ফলে বাংলাদেশে কারিতাস অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে, অনেক মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। তার ফল আমরা অবশ্যই পাচ্ছি এবং আগামীতেও পাব বলে আশা করি।

কারিতাস বাংলাদেশের কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় (২০১৯-২০২৪) ছয়টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে কারিতাস বাংলাদেশ ১১৫টি (৩টি ট্রাস্টসহ) বহুমুখী এবং বিভিন্নমুখী প্রকল্প পরিচালনা করছে, যেখানে বিগত এক বছরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ২,৯১১.৬২ মিলিয়ন টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬,৭২,৬৩৬ জন। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিতাস কাজ করছে। কারিতাস বাংলাদেশ তার চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারণ, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃস্বাস্থ্যসেবা, জীবনমুখী প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা এবং চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন, নেশাগ্রস্ত ও যৌন কর্মীর উন্নয়ন, মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়ন, ইত্যাদি কাজে অবদান রেখে চলেছে। কারিতাস বাংলাদেশ দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে।

কারিতাস বাংলাদেশ যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তার মধ্যে "ত্যাগ ও সেবা অভিযান" অন্যতম। এটি শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি হলো মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা। বিগত ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিতাস বাংলাদেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে এ অভিযান চালিয়ে এসেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা; এবং

২) সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২২ সময়কালে আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে আমাদের হাতে যে সময় ও সুযোগ রয়েছে তা অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণে ব্যবহার করি এবং একটি সুখী ও ন্যায্য সমাজ এবং সুন্দর শান্তিময় পৃথিবী গড়তে *আরও বেশী বেশী সেবা কাজে নিজেকে* সক্রিয় রাখি।

যারা ত্যাগ ও সেবা অভিযান বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা, সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সেবাষ্টিয়ান রোজারিও
নির্বাহী পরিচালক
কারিতাস বাংলাদেশ

ত্যাগ ও সেবা কী এবং কেন

চয়ন এইচ রিবেরু

কারিতাস বাংলাদেশ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান নামে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ত্যাগ ও সেবা অভিযান কারিতাস বাংলাদেশ এর শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে এমনই একটি কর্মসূচি যা প্রতি বছর খ্রিস্টধর্মে উপবাস বা তপস্যাকালে আরম্ভ হয়ে পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত চলে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতনতা এবং সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে আসছে। উপবাসকালে, অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে ও রোজার সময় মানুষ সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় স্ব স্ব পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, অনুধ্যান, প্রার্থনা, নামাজ, রোজা, উপবাস, সেবা কাজ ও নীরবতার মধ্য দিয়ে সাতটি রিপুকে সংযমে বা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। তপস্যাকাল ও রোজার সময় হলো স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের যাত্রায় নতুন করে পথচলা। মানুষ এ সময় পাপ, অন্যায়, অপরাধ, মন্দ আচার-আচরণ ইত্যাদির জন্য অনুশোচনা, আত্মগ্লানি ও অনুতপ্ত হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা যাচ্না করে থাকে। আর্ত-পীড়িত ও দরিদ্র ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা, দয়া, দান-দক্ষিণা ও সেবা কাজের মধ্যদিয়ে কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে থাকে।

কারিতাস বাংলাদেশ এ বছর 'ত্যাগ ও সেবা অভিযান' এর মূলসুর নির্ধারণ করেছে, **"ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি"**। এ মূলসুর নির্ধারণ করার সময় কারিতাস, পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী ও জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২২ খ্রিস্টবর্ষের মূল বিষয় এবং বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে।

গত দু'টি বছর ধরে কোভিড-১৯ বিশ্ব মহামারি/অতিমারির এবং বর্তমানে রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনে আগ্রাসন ও যুদ্ধ সারা বিশ্ববাসীকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছে। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত, ধর্ষণ, মারামারি, জীবন হানি, অন্যায় অবিচার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অন্যায্যতা ও অন্যায় কাজ ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। ইতোমধ্যে করোনা বিশ্ব মহামারির প্রাণঘাতি ছোবলে প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

পোপ মহোদয় আহ্বান করে বলেন, তপস্যাকাল হলো দীন দরিদ্র্যদের প্রতি ভালবাসা সাধনাকালের সূচনা দিবস। তিনি আহ্বান করেন, আমরা যেন আরো গভীর বিশ্বাস ও আগ্রহী হয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে শান্তির জন্য অনুনয় করি। আমাদের ঈশ্বর শান্তির ঈশ্বর, যুদ্ধের ঈশ্বর নয়, তিনি সকলের ঈশ্বর, গুটি কয়েক মানুষের নয়, সেই একই ঈশ্বরে সৃষ্ট জীব হিসাবে আমরা, সকলেই সকলের ভাই-বোন। আমরা প্রার্থনা করি যেন মানুষ যুদ্ধের উন্মত্ততা ছেড়ে, মানুষের প্রতি মানুষ যেন ভালবাসা ও সেবার যুদ্ধ করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরো মনোযোগী হয়।

আমরা যদি সৃষ্টির ইতিহাস দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে, আমাদের আদি পিতা-মাতা হলেন আদম ও হবা। আমরা সবাই তাদের বংশধর। এর ধারাবাহিকতায় আমরা সারা বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-বোন। সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবী ভরে তোলো এবং পৃথিবীকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন *(আদিপুস্তক ১:২৮)*।" সৃষ্টির পর থেকে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ও সময়ের আবর্তে ও বিবর্তনের ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু একই আদি পিতা-মাতার উত্তরসূরী হিসাবে বিশ্বমানব একে অপরের ভাই-বোন। মানুষ হিসাবে আরেক মানুষের সুখে-দুঃখে সম-অংশীদার হওয়া এবং তার প্রতি সাধ্যানুসারে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি ধর্মেই বলা আছে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও বিশ্বাসের চর্চা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তিনি অদৃশ্যমান, তাই আমরা দৃশ্যমান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, প্রতিবেশিসহ সকল গরিব-দুঃখী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের ভালবাসা ও সেবা করা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি ও একটি সুন্দর প্রত্যাশিত শান্তিময় পৃথিবী গড়তে পারি।

ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও ধরন পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর শুরু হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তাপপ্রবাহ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধ্বস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ও নতুন নতুন রোগ ও দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রযুক্তির যুগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সকলকে নিয়ে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের মূলসুর **ভালোলবাসা ও সেবার বীজ বপন করি, শান্তিময় পৃথিবী গড়ি- এর** আলোকে বর্তমান বাস্তবতাকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই ভোগবাদ, বস্তুবাদ, ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতিচর্চা করতে করতে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর এবং কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছে; স্রষ্টার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, ফলে ভালবাসা ও সেবার মনোভাবের জায়গাটি ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জন্ম না নেওয়া মানবশিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত নানাভাবে আক্রান্ত এবং সহিংসতার শিকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একইভাবে পরিবেশগত দুর্যোগ, বিশ্বের সম্পদের অসম বন্টন, মানব পাচার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে পৃথিবী সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে অভিবাসী, শরণার্থী, দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের তথ্য অনুযায়ী, দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৩০%। করোনাকালে পরিস্থিতিতে সে হিসাব আমূল বদলে গেছে। গত নভেম্বরে বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এবং ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)-এর যৌথ গবেষণা বলছে, করোনার কারণে দেশে নতুন করে ২২.৯% মানুষ গরিব হয়েছে। নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে জনসংখ্যার ৪৩% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। গরিব মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত কোটির বেশী। পাশাপাশি করোনার মধ্যেও কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে ব্যাপক হারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৩৯ জন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৈষম্যের কারণে কাঙ্ক্ষিত হারে দেশের দারিদ্র্য কমছে না। এ বৈষম্য যেমন আয়ের ক্ষেত্রে, তেমনি রয়েছে জীবন যাপনের নানা বিষয়ের ক্ষেত্রেও। বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসূচক (এসপিআই) অনুযায়ী রান্নার জ্বালানী প্রাপ্তির

ক্ষেত্রে বৈষম্য ৪০%, উপযুক্ত বাসস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্য ৩৮.৩%, উপযুক্ত পুষ্টির ক্ষেত্রে বৈষম্য ২৫.৬% এবং স্কুলের ক্ষেত্রে বৈষম্য ২৫.২% মানুষ বৈষম্যের শিকার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আয় বৈষম্য। অন্যদিকে দারিদ্র হ্রাসের গতিও কমেছে। বিআইডিএসের গবেষণায় দেখা যায় ২ কোটি ১০ লাখ মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য নেই। আর সুষম খাবার কেনার সামর্থ্য নেই দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের। শতকরা ১০ ভাগ ধনী মানুষের আয় পুরো শহরের অধিবাসীদের মোট আয়ের শতকরা ৪৪ ভাগ। তাছাড়া শতকরা ৭১ শতাংশ মানুষ বিষন্নতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, কষ্ট আর অস্বস্তি নিয়ে বেঁচে আছেন।

মানুষের স্বার্থপর মনোভাবের কারণে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে উঠছে এবং আমাদের বসতবাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১১ হাজারের বেশি প্রখ্যাত গবেষক একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 'বিশ্ব ভয়াবহ বিপর্যয়ের' মুখে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছেন। পরিবেশ প্রশ্নে মানুষ যেভাবে চলছে, সেই পথের পরিবর্তন না করলে মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই নিঃসরণ ব্যাপক হারে না কমালে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্তত কিছু অংশ একেবারে তলিয়ে যাবে যেখানে ৩০ কোটি মানুষ বাস করছে। এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ রোধ করা না যায় তাহলে মানবসভ্যতা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবেনা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ক্ষেত্রে বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় করার বিষয়টির সঙ্গে জলবায়ু সংকটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা অদৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই এবং এ সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা ও ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে ভালবাসা ও সেবার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের সেবা, প্রেম, এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিক্ষুককে কিছু সাহায্য দান করা বোঝায় না, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সেবা ও ভালবাসাকে বোঝায়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মাদার তেরেজা তার মানবসেবা ও দরিদ্রদের ভালবাসার মাধ্যমে পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, "ভালবাসা কথাগুলি হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিধ্বনি কখনো শেষ হয়না।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তাদের সেবা করতে যারা পরিত্যক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন তাদের সেবার জন্য- দরিদ্রতম মানুষের সেবার জন্য।" তিনি পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগণ, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিবন্ধী অসহায় লোকদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভালবাসাময় সেবা দিয়ে, মমতাভরে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের কাছে ছোট জিনিস অনেক বড়; নির্ভর করে কতটা ভালবাসা দিয়ে আমরা তা করি।" তিনি আরও বলতেন,"আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারবে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট কাজগুলোও করতে পারি আমাদের অনেক বেশী ভালবাসা দিয়ে।" মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কিছু অংশ জনকল্যাণে দেয়া হলে অনেক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে এবং শিশু, মা, অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার ডাক শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য মানুষের হৃদয় মন উন্মুক্ত করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে; যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের মাধ্যমে মানুষের মনের কঠিন বরফ গলে এবং তারা অভাবী, অসহায় দরিদ্র মানুষের আহাজারি শুনতে পারে। সর্বাপেক্ষা অভাবীদের জন্য দান করার মাধ্যমে সম্পদ সহভাগিতা করতে হবে এবং এই দানের বিষয়টি সদিচ্ছাসম্পন্ন নারী-পুরুষ সকলের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির যত্ন নেই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে অন্যকে ভালবাসা নিয়ে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে, আমাদের প্রয়োজন থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য ত্যাগ করি, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে আমাদের দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে আমাদের এই বিশ্বে অভাব-অনটন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভেদ, অবিশ্বাস থাকবে না; আমাদের এই বিশ্ব হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও মর্যাদার এক আদর্শময় শান্তির আবাসভূমি। এই মূল্যবোধগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ ও চর্চা করি, তার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২২ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণত দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতাহেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

ত্যাগ

'*ত্যাগ*' গ্রিক শব্দ **Austeros** থেকে এসেছে যার ইংরেজি শব্দ **Austere** এবং ল্যাটিন শব্দ **Austerus**। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলতঃ ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না *(সুরা আল বাকারা, আয়াত – ১৬৭)*।"

ত্যাগের ক্ষেত্র

প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

প্রার্থনা

প্রার্থনা হলো এমন একটি মাধ্যম যা সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের জন্য ক্ষমা যাচ্না করা, তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা যায়। এর মধ্যদিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও

ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হালকা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা হলো এমন একটি শক্তি যা মানুষকে জাগতিক মোহ, লোভ, লালসা থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, যা তাকে মানব কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলে।

উপবাস

আমাদের জীবন থেকে মন্দতাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে আমরা যেন ক্লান্তি বোধ না করি। তপস্যাকাল শারীরিক উপবাসের যে আহ্বান জানায়, সেই উপবাস যেন পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের আত্মাকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। উপবাস বা রোজা একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির সাতটি রিপু সম্বন্ধে (অহংকার, লোভ, কাম, ক্রোধ, পেটুকতা, হিংসা ও আলস্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধ ধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস বা রোজায় মানুষের মন ও হৃদয় হালকা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগী হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

দান

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বন্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন: মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে দান, গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশি ভাইবোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

সেবা

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন, অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা। গালাতীয়দের কাছে সাধু পৌল বলেছেন, "যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি *(গালাতীয় ৬:৯-১০)*।"

কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম কারিতাস কর্মী, সহযোগী প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবা কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশি ভাইবোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানতঃ পোপ মহোদয়ের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণী এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মূল বিষয় বিবেচনা করে ত্যাগ ও সেবা অভিযানে বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। এবারের মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে, **"ভালোবাসা ও সেবার বীজ বপন করি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি"।**

শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ যে কোন একটি পরিকল্পিত কাজকে সার্থকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ অভিযানকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবছর বিবিধ শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। এ বছর (বিনিময়-৩,২০০ কপি, পোস্টার-৫,৫০০ কপি, লিফলেট-৬৪,০০০ কপি, খাম-১,৩০,১০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা-৪,০০০ কপি, হোমিলি (Homily) ৮০০ কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি ৮০০ কপি, স্টিকার ৭,০০০ কপি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ৮৫০ কপি, দান বাক্স ৪০০টিসহ মোট দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিলে সর্বমোট ৪৫,৪৬,৫৯৮ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটানব্বই) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের বিভিন্ন খাতে টাকা ব্যয় হয়।

২. রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটি অংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহে অবস্থিত 'রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রে' প্রদান করা হয়েছে। এ দু'টি কেন্দ্রে প্রতিদিন বহু গরিব রোগী চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরিব রোগী নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হয়।

৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবারে গির্জায় যে অর্থ দান করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২১ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

২০২১ খ্রিস্টাব্দের জন্য ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর ছিল (**বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়) "Let us trust in God aspiring new hopes and service the poor with profound love".** মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে মে মাসের ৩১, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (কোভিড-১৯ এর কারণে তা বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারিতাস বাংলাদেশ

সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২১ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও বিতরণ

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জন্য নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:

বিনিময়	-	৪,৪০০ কপি
লিফলেট	-	৮৫,৫০০ কপি
পোস্টার	-	৯,৫০০ কপি
খাম	-	১,৩০,০০০ কপি
পারিবারিক পঞ্জিকা	-	৪,৯০০ কপি
উপদেশ সহায়িকা	-	৮০০ কপি
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	-	৯৫০ কপি
স্টিকার	-	১৩,০০০ কপি
বাস্তবায়ন নির্দেশিকা	-	৮০০ কপি
দান বাক্স	-	৩০০ টি

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমরা বিগত বছরে কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছাতে পারিনি। মহামারি পরিস্থিতির মাঝেও প্রায় ১৯১,৭৩৪ জন এ অভিযানে বিগত বছরে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

খ) তহবিল সংগ্রহ

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ত্যাগ ও সেবা ২০২১ খ্রিস্টাব্দের তহবিল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সংগৃহিত হয়নি। বিগত অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট ৪৫,৪৬,৫৯৮ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটানব্বই) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয়গণ দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

গ) খরচাদি

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

উপসংহার

প্রতি বছর তপস্যাকালে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, ভালবাসা, ন্যায্যতা এবং ঐক্যের মতো উত্তমতাও হঠাৎ ক'রেই একবার ও সব সময়ের জন্য অর্জিত হয় না; এ সমস্তকে প্রতিটি দিনে বাস্তব ক'রে তুলতে হবে (ঐ, ১১)। আসুন আমরা ঈশ্বরকে অনুনয় করি, তিনি যেন আমাদেরকে কৃষকদের মতো ধৈর্য্যশীল অধ্যবসায় *(যাকোব ৫:৭)* দান করেন এবং প্রতিটি ধাপে উত্তম কাজ করার জন্য স্থিরতা দান করেন।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, স্রষ্টার নৈকট্য লাভ এবং প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি গরিব, দুঃখী, দুঃস্থ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের কল্যাণে ও সেবার জন্য প্রদান করছে। আসুন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি এবং সকলের কল্যাণে নিরন্তর সেবার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়ন ও শান্তি স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা রাখি॥

ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি

ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

প্রারম্ভিক কথা: তপস্যাকাল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বাণী শুরু করেছেন বাইবেলের পবিত্র বাক্য দিয়ে: **"আমরা যেন সৎ কাজ ক'রেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি! কেননা, আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তা হ'লে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল পাবই। তাই বলি, এসো, যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি (গালাতীয় ৬:৯-১০)।"** কেবল খ্রিস্ট-বিশ্বাসীদেরকে নয়, বরং পৃথিবীর সব মানুষকে পোপ মহোদয় ভাই-বোন ব'লে সম্বোধন ক'রে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা যেন ভালবাসা এবং সেবার বীজ বুনি; তবেই আমরা শান্তির ফসল ঘরে তুলতে পারব। বীজ বপন ও ফসল কাটার এই উপমাটি তিনি পবিত্র বাইবেল থেকে নিয়েছেন। ফসল পাবার প্রত্যাশা নিয়েই তো মানুষ বীজ বুনে। মানুষের পরম জীবনের প্রত্যাশা- অন্য কথায়, পর-জীবনে স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা আছে। সেটাই তো পরম ফসল; সেই ফসল পাবার জন্য বুনতে হবে যথার্থ, পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত বীজ। ভালবাসা এবং সেবাই হচ্ছে সেই বীজ। বলাই বাহুল্য, যেমন ক'রে "সৎকর্ম ছাড়া বিশ্বাস মৃত", তেমনি সেবা ও সৎ কর্ম ছাড়া ভালবাসা শুকনো। মুখের কথায়, আর জমি প্রস্তুত না ক'রে তো বীজ বুনা যায় না; জমিতে নামতে হয়, কাদা-মাটি গায়ে লাগতে দিতে হয়, "মাথার ঘাম পায়ে" ফেলতে হয়!

মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর মূল কথা: রোজা বা উপবাসের সময়, যেটিকে আমরা তপস্যাকাল বলছি, এটি হচ্ছে "ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নবায়নের একটি অনুকূল সময়"। এই চেতনা পরম ফসল, অর্থৎ পরম জীবন লাভের প্রত্যাশার দিকে আমাদের ধাবিত করে। তাই, এই সময়ের সর্বোত্তম ও সক্রিয় ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের জন্য মঙ্গলকর। তবে, আমাদের জন্য আশা ও উৎসাহের বিষয় এই যে, 'সবার আগে বপন করেন যিনি, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি অত্যন্ত উদারভাবে "আমাদের মানব-পরিবারে উত্তমতার বীজ বপন করেন" (*Fratelli Tutti,* 54)'। তিনিই তো সর্বোত্তম কৃষক; তিনি আমাদেরকে শর্তহীন ভাবে ভালবেসে যাচ্ছেন, আমাদের যত্ন নিয়ে যাচ্ছেন বিরামহীন ভাবে। সক্রিয় ভালবাসা এবং উত্তম সেবা কাজে আমাদেরকেও অংশ গ্রহণ করতে হবে অলসতা ও ক্লান্তিকে জীবনে স্থান না দিয়ে।

ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের জন্য তাঁর বাণী প্রদান করেন: এ ক্ষেত্রে মানুষের কাজ ত্রিবিধ- প্রথমত: এই বাণী শ্রবণ ও গ্রহণ করা, দ্বিতীয়ত: এই বাণীর স্পর্শে নিজেকে সম্ভ্রম করা এবং তৃতীয়ত: এই বাণী-রূপ বীজ বপন ক'রে ফসলের প্রত্যাশায় জেগে থাকা। ঈশ্বরের বাণী আমাদের জীবন-দর্শনকে প্রসারিত করে - ব্যক্তিগত ও জাগতিক জীবনের উর্ধ্বে মানুষের সামষ্টিক ও পারলৌকিক জীবনের চেতনাকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। বাণীর বীজ জীবনে ধারণ আর সেবা কাজে এর বপন যেন স্বার্থক হয়, সে জন্য বীজ দাতা ও সর্বোত্তম কৃষক ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

খ্রিস্ট ধর্মে ভালবাসা ও সেবা এবং শান্তির প্রত্যাশা: পবিত্র বাইবেলে সাধু যাকোবের ধর্মপত্রে বলা হয়েছে: "বন্ধুগণ, কেউ যদি বলে যে তার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তার কর্মে যদি তা প্রকাশ না পায় তাহলে কি লাভ? সেই বিশ্বাস কি তাকে উদ্ধার করতে পারে? কোন ভ্রাতা কি ভগ্নীর যদি অন্নবস্ত্রের সংস্থান না হয় এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তাদের বলে, তোমরা কুশলে থাক, তোমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব না হোক কিন্তু তাদের অভাব মিটানোর জন্য কিছুই না করে, তবে তাতে কি লাভ? বিশ্বাস যদি কর্মে রূপায়িত না হয় তবে তা নিরর্থক। কেউ হয়তো বলবে, তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার আছে কর্ম। বেশ, তাহলে আমি বলব, কর্ম ছাড়া তোমার বিশ্বাসের প্রমাণ আমাকে দাও, আর আমি কর্মের মধ্য দিয়ে আমার বিশ্বাসের প্রমাণ তোমাকে দেব।" তাই এটা খুব স্পষ্ট যে, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের পূর্ণতা আসে ঈশ্বরের আদেশ পালনের মধ্য দিয়ে। বাইবেলে সব আদেশের মূল কথা হচ্ছে: 'ঈশ্বর আর প্রতিবেশিকে ভালবাসা'।

ভালবাসা আমাদেরকে দিতে শিখায়; দেওয়ার চেতনা ও প্রক্রিয়াই তো সেবা। আমাদেরকে সতর্ক ক'রে দেয়া হয়, আমরা যেন বপন-যোগ্য বীজ গুদামজাত ক'রে সেগুলোকে নষ্ট ক'রে না ফেলি। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "আমাদের জীবনে প্রায় সব সময়েই লোভ, অহংকার আর নিজের অধিকারে গচ্ছিত রাখার, জমিয়ে রাখার ও ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে, এমনটিই আমরা মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত নির্বোধ লোকটির কাহিনীতে দেখি, সে ভেবেছিল তার গোলায় সঞ্চিত প্রচুর খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য জিনিষ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে *(লুক ১২:১৬-২১)*। তপস্যাকাল আমাদেরকে পরিবর্তনের আমন্ত্রণ জানায়- মানসিকতার পরিবর্তনের আমন্ত্রণ জানায়, যেন জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য উন্মোচিত হয় ভাল কিছু অধিকার ক'রে রাখায় নয়, বরং দিয়ে দেওয়ায়, জমিয়ে রাখায় নয়, বরং বুনে দেওয়ায় ও সহভাগিতায়।" সক্রিয় ভালবাসা ও সেবা আমাদেরকে ঈশ্বরের 'কাজের প্রতি উন্মুক্ত ও বিনয়ী ক'রে তোলে *(যাকোব ১:২১)* এবং আমাদের জীবনে ফল দান করে'। এতে আমাদের জীবনের 'সত্য ও সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়'। ফলে, 'আমরা তাঁর অপরিমেয় উত্তমতার সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত থাকি'। যখন আমাদের জীবন ঐশ জীবনের সংস্পর্শে এসে ফলশালী হয় আর অন্যদের জীবনেও প্রাচুর্য নিয়ে আসে, তখনই তো আমাদের জীবন ও অন্য মানুষের জীবন হয় শান্তিময়। "পাপের পথে না গিয়ে সে বরং সৎকর্মই করুক; শান্তির সন্ধান, করুক তার নিত্য অন্বেষণ"*(১ পিতর ৩:১১)*। সক্রিয় ভালবাসা, সেবা ও শান্তির একনিষ্ঠ কর্মী হ'লে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি: "শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা- তারাই পরমেশ্বরের সন্তান ব'রে পরিচিত হবে" *(মথি ৫:৯)*। আসলে, *(মথি ৫:৩-১২)* পুরো অংশটাই ভালবাসায় গঠিত হওয়া এবং দয়ায় বিলিয়ে দিয়ে আমাদেরকে শান্তিবাদী ও শান্তির কর্মী হ'তে শিক্ষা দেয়।

ইসলাম ধর্মে ভালবাসা ও সেবা এবং শান্তির প্রত্যাশা: অপরের মঙ্গল করার সুমহান চেতনা ধারণ করে ইসলাম। আল্লাহ্‌র সাথে যুক্ত থেকে অন্যদের মঙ্গল সাধন করার বিধান দেয় ইসলাম: "মানবের মঙ্গল কাজ করার জন্য সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী হিসেবে তোমাদেরকে তুলে আনা হয়েছে; তোমরা উত্তমতার সাথে যুক্ত হও, আর মন্দতাকে পরিহার কর" *(আল-কোরান ৩:১১১)*। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, প্রতিবেশিকে ক্ষুধার্ত দেখে এবং অভুক্ত রেখে কেউ আহার গ্রহণ করলে সে প্রকৃত মুসলমান হ'তে পারে না। ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল যাকাত, যেটির মূলমন্ত্রই হচ্ছে সচ্ছল ব্যক্তির সম্পদে দুঃখী-অভাবীদের সহভাগী হওয়া।

"আল্লাহ্‌'র উপাসনা কর; পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও অভাবীদের প্রতি তুমি দয়ালু হও। তোমার গোত্রভুক্ত প্রতিবেশির প্রতি দয়ার্দ্র হও; অনাত্মীয় প্রতিবেশির প্রতিও তুমি সদয় হও। তোমার সহবর্তী যারা, তাদের প্রতি দয়ালু হও, পথিকদের প্রতি দয়ালু হও, যারা তোমার দক্ষিণ হস্তের অধিকারে আছে (কর্মে নিয়োজিত), তাদের প্রতিও দয়ালু হও তোমরা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গর্বোদ্ধত আর অহংকারীকে পছন্দ করেন না *(আল-কোরান ৪:৩৭)*।" বুখারী শরীফে বলা হয়েছে: "যদি একজন মুসলিম বৃক্ষ রোপন করে, আর মানুষ ও পশুরা এর ফল খেতে পারে, তবে এটি তার চিরকালীন দয়ার কাজ ব'লে বিবেচিত হবে"। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব চিত্র যদি এমন হয়, তবে নিশ্চিতভাবে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সনাতন ধর্মে ভালবাসা ও সেবা এবং শান্তির প্রত্যাশা: সনাতন ধর্মানুসারীদের জন্য শান্তি কেবল প্রাত্যহিক প্রত্যাশার বিষয়, এটি একটি প্রার্থনা-মন্ত্র, এটি একটি সাধনার জপ। দান কর্মের বিষয়ে সনাতন ধর্মের শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট: "দান কর! বিশ্বাসের সংগে দান কর! বিশ্বাস বিহীন দান করো না! সচেতন ভাবে দান কর; প্রাচুর্যময়তার অনুভূতি থেকে দান কর; ঠিক মতো বুঝে দান কর" (উপনিষদ)! এই প্রাচুর্যময়তার অনুভূতিটা কী? প্রচুর পরিমানে দান করা, মানুষের প্রয়োজনে প্রচুর দান করা, আর যা আছে- তা প্রচুর মনে ক'রে দান করা। দানের এই মনোভাব ও সিদ্ধান্ত আসে মানুষ ও সকল জীবের প্রতি ভালবাসা থেকে। সেই জন্যই "ওম্ শান্তি" সবার জন্য উচ্চারিত মন্ত্র ও প্রার্থনা; "পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক"- এতে আছে শান্তির প্রার্থনার পূর্ণতা। ভালবাসা থেকে আসে দান ও দয়ার চেতনা; দান ও দয়ার কাজ সাধিত হ'লে সেখানে বিরাজ করে শান্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে,"সেবা মানে হচ্ছে অন্যের জীবনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা; এটা করতে গিয়ে নিজের জীবনের অসুবিধাগুলোকে বড় ক'রে দেখা চলবে না, এখানে চলবে না নিজ স্বার্থ অন্বেষন, এখানে থাকবে না সুনাম বা লাভের প্রত্যাশা"। শান্তি তো সেখানেই নেমে আসতে পারে!

বৌদ্ধ ধর্মে ভালবাসা ও সেবা এবং শান্তির প্রত্যাশা: মহামতি বুদ্ধ বলেন,"সকলের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আমাকেই বহন করতে দাও; এর ফলে জগৎ সুখী হোক এবং মুক্ত হোক"। বুদ্ধ দেবের এই প্রচেষ্টা ও স-কর্ম প্রত্যাশা যদি সকল মানুষেরই থাকত, তবে গোটা জগৎ হয়ে উঠত শান্তির মন্দির! গৌতম বুদ্ধ সন্ন্যাসী হিসেবে দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার ক'রে গেছেন, যেন তিনি সকলের বন্ধন-মুক্তি খেতে পারেন।

"ওহে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহু মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য বের হয়ে পড়, মমতায় পূর্ণ হয়ে বহু মানুষের কল্যাণের জন্য তোমরা ঘুরে বেড়াও - দেবতা ও মানবের মঙ্গল, প্রাপ্তি ও কল্যণের জন্য" (*বিনয়া মহাভাগ্য*)। মহামতি বুদ্ধ অন্যের কল্যাণে ও মানব সমাজের উৎকর্ষের জন্য নিজের জীবন সঁপে দিয়েছিলেন। সকলের প্রতি তিনি অপরিসীম মমত্ব দেখিয়েছেন, যে মমতায় ছিল ভালবাসাময় দয়া।

উপসংহার: 'সাধু পল আমাদের কাছে বলেন একটি যথাযথ সময়ের কথা: ভবিষ্যৎ ফসল কাটার লগ্নকে সামনে রেখে বীজ বপনের একটি উপযুক্ত সময়ের কথা। আমাদের জন্য এই "যথাযথ সময়" কোন্‌টি? ... আমাদের গোটা জীবন-কালই তেমন', বীজ বপনের সময়। আমাদের গোটা জীবনই মানুষকে ভালবাসার জন্য, মানুষকে সেবা করার জন্য। শান্তি সেখানেই অংকুরিত হবে, যেখানে ভালবাসা ও সেবার বীজ বপন করা হবে। আসুন, আমরা মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের উপদেশের রূপায়ন ঘটাই আমাদের জীবনে: "উত্তমতার যে প্রথম ফলটি আমরা বপন করি, তা আমাদের মধ্যেই, আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দৃশ্যমান হয়; এমন কি তা দৃশ্যমান হয় আমাদের ছোট ছোট দয়ার কাজেও।"

দেহধারণঃ ঐশবাণীর প্রতি মা মারীয়ার আত্মদান

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

মানব জাতির মুক্তির পরিকল্পনাটি ঈশ্বর, মানব সৃষ্টির বা জগৎ সৃষ্টির বহু আগেই স্থির করে রেখেছিলেন। সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি সক্রিয়। সর্ব সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাক্য দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন। আদিতে ছিলেন বাণী আর এই বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর *(যোহন ১:১)*। এই বাণী দ্বারাই মানব সৃষ্টি হলো। বাণী হয়ে উঠলেন রক্ত মাংসের মানুষ। বাণী দেহরূপ ধারণ করলেন আর বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে। ঈশ্বর তাঁর ঐশবাণী দ্বারা সৃষ্টি করলেন আনন্দভুবন, বিশ্বজগত। ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো যখন তা পূর্ণতা লাভ করল। ঈশ্বর স্বপ্নদ্রষ্টা, বিশ্বজগৎ রচনাকার। তাঁর বাণীর মধ্যে ছিল ভালবাসা ও উদারতা। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলো সুনিপুণ সৌন্দর্য, মাধুর্যে, নিখুঁতভাবে। অসীম ঈশ্বর তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। তিনি দেখলেন, সবই সুন্দর ও চমৎকার হলো। তখন তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষ। সৃষ্টি (Creation) ও মুক্তির (Redemption) মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেলেন। বাক্য দেহ ধারণ করলেন, আর বাস করতে লাগলেন আমাদের মাঝখানে। ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় সুখ ছেড়ে নেমে এলেন এ মর্তে মানুষের রূপ নিয়ে বাস করতে লাগলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি ও মুক্তির মধ্যে এক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মানব মুক্তির একান্ত প্রয়োজন। এই অপরূপ সৃষ্টির সৌন্দর্যকে মানুষ কলুষিত করতে শুরু করল। মানুষের মধ্যে যখন ঢুকে গেল পাপ-অপরাধ, মন্দতা, জঘন্যতা, কু-সংস্কার, ভোগ-বিলাসিতা। মানুষ যখন আধ্যাত্মিকভাবে কলংকিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখনই ঈশ্বর পাপ মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন। একজন মুক্তিদাতার প্রয়োজন যিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন, মুক্তি দিবেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির সেরা জীব ও তাঁর ভালবাসার মানুষকে তিনি রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটল। নবযুগ, নব সৃষ্টি প্রভুর আগমন ঘটনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। প্রভুর আগমন সংবাদ ২৫ মার্চ মহাসমারোহে অতি গাম্ভীর্য ও মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। মারীয়ার জন্য সু-খবর তিনি সুযোগ্যা, নিষ্কলংকা, আদিপাপ বর্জিতা, নির্মলা, অতি নম্রতা, বাধ্যগত কুমারী কন্যা। ঈশ্বর কুমারী কন্যা মারীয়াকে বেছে নিলেন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনায় ও সিদ্ধান্তে অটল। মারীয়া ঐশজননী প্রভুর মা তথা বিশ্বের সকল বিশ্বাসীবর্গের আধ্যাত্মিক মা হবেন। ঈশ্বর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে পাঠালেন কুমারী কন্যা মারীয়ার কাছে। স্বর্গদূত মারীয়ার কাছে অভিবাদন জানালেন আর বললেন, "প্রণাম মারীয়া, তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। শোন, গর্ভধারণ করে একটি পুত্রের জন্ম দিবে। তাঁর নাম রাখবে যিশু।' মারীয়া তখন স্বর্গদূতকে বললেন, "তা কি করে হবে? আমি যে কুমারী। উত্তরে দূতটি বললেন, পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, মারীয়া তখন বললেন, আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলছেন, আমার তা-ই হোক! *(লুক ১:৩০,৩৪,৩৫,৩৮)*।" স্বর্গদূত আরও বললেন, "ভয় পেয়োনা, মারীয়া! (১:৩০)। মারীয়া স্বর্গদূতের কথায় প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তিনি যে কুমারী, পরে মারীয়া স্বর্গদূতের উপর আস্থা রাখলেন, সাহস খুঁজে পেলেন। স্বর্গদূতের সুসংবাদ ও ঈশ্বরের ঐশবাণীতে মারীয়া মনে প্রাণে, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন। বাণী দেহধারণ করলেন, বাণী হয়ে উঠলেন রক্তমাংসের মানুষ। মারীয়া ঈশ্বরের পবিত্র বাণীতে খুঁজে পেলেন ঐশ অনুগ্রহ, যিশুর মা হওয়ার নিশ্চয়তা। ঈশ্বরের বাণী মারীয়া বিশ্বস্ত ও নম্রতার সাথে গ্রহণ করলেন, পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠানে মারীয়া আচ্ছাদিত হলেন। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও কৃপায় গর্ভবতী হলেন মারীয়া। প্রভুর আগমন সংবাদ মারীয়ার জন্য যেমন অনুগ্রহের চিহ্ন তেমনি বিশ্ববাসী ভক্ত জনগণের কাছে মুক্তিদাতাকে লাভ করার একটা প্রত্যাশা। মারীয়ার জীবনের দিকে আলোকপাত করলে যে বিষয়গুলো ফুটে ওঠে তা হলো,

ক) ঈশ্বরের প্রতি চরম আনুগত্য: "আমি প্রভুর দাসী" মহাদূত গাব্রিয়েলের কথায় মা মারীয়া বিশ্বাস করলেন, গ্রহণ করলেন, অনুধ্যান করলেন, কারণ ঈশ্বরই এই স্বর্গদূতকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতি মা মারীয়া আন্তরিক নতশিরে বাধ্য হয়ে সবকিছু গ্রহণ করে নিলেন। শুধুমাত্র সুসংবাদ গ্রহণের সময়ই নয়, যিশুর ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে সেই আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

খ) আমি প্রভুর দাসী: মা মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিলেন, স্বর্গদূতের শুভ সংবাদের বাণীকে শ্রদ্ধা, নম্র হয়ে "হ্যাঁ" বলে সম্মতি জানালেন 'তাই হোক'। মারীয়ার 'হ্যাঁ' সম্মতির মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের নিকট নিজ দীনতা, সেবার মনোভাব প্রকাশ করলেন। নিজের কুমারীত্ব অক্ষুন্ন রাখলেন অথচ ঈশ্বর ও সকল বিশ্বাসীবর্গের আদর্শ মা হয়ে ওঠলেন। 'ভয় পেয়োনা' স্বর্গদূতের অভয় বাণীতে মা মারীয়া সাহস ও আস্থা খুঁজে পেলেন। প্রভুর সেবা কাজে আত্মদান করার সুযোগ পেলেন। আমি প্রভুর অনুগত সেবিকা ও চির বিশ্বস্ত এই মনোভাবটি মারীয়ার হৃদয়ে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

গ) সৃষ্টি ও মুক্তির কাজে মা মারীয়ার সহায়তা: মারীয়া হলেন নবীনা হবা। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যে পাপ কলংক মানুষের হৃদয়কে অন্ধকার করে রেখেছিল, মারীয়া মুক্তিদাতা যিশুকে গর্ভধারণ করার মধ্যদিয়ে মানুষের সেই পাপের ক্ষত থেকে নিরাময়তা দান করলেন। মারীয়া এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন, তাঁর নাম রাখলেন যিশু। মা মারীয়া সর্বদাই যিশুর সঙ্গে ছিলেন। কানা নগরে বিবাহ বাড়িতে এমন কি শেষ পর্যন্ত যিশুর ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে মা মারীয়া মুক্তির কার্যের রহস্যকে অনুভব করলেন। জগতের মুক্তিকর্মের অংশীদার হলেন। কারণ মারীয়া ভক্তজনগণের মাতা।

ঘ) মা মারীয়া সকল বিশ্বাসীবর্গের মাতা: মারীয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত, নম্র, দীন ও বাধ্য ছিলেন। তিনি ঐশ জনগণের আধ্যাত্মিক জননী। সকল ভক্তজনগণের তথা বিশ্বমণ্ডলীর আদর্শ মাতা হয়ে ওঠেন। সকল নারীকুলের মধ্যে ধন্যা কারণ তিনি ঈশ্বরের মা। আদর্শ গুণবতী ও ঐশ প্রসাদের পরিপূর্ণ এবং রমনী সমাজে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। খ্রিস্টানদের সকল কাজে সহায় তিনি।

ঙ) মা মারীয়া ঈশ্বরের নিকট নিবেদিতা মা: প্রভুর আগমন সংবাদ যেই তাঁর কানে এলো, তিনি স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিলেন। আনুগত্য প্রকাশ করলেন। সম্পূর্ণভাবে আত্মদান করলেন এবং ঈশ্বরের কাছ হতে অর্জন করলেন যোগ্যতা, মাতৃত্ব। সৌভাগ্য মাতা মারীয়া। মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিলেন। মারীয়া জানতেন মা হওয়া কষ্ট, দায়িত্বপূর্ণ কাজ তবুও নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সঁপে দিলেন স্বেচ্ছায়।

বর্তমানে সমাজে আদর্শ মায়ের অভাব। মা ছাড়া সংসার অরণ্য মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রত্যেকটি মা'র কাছে সুসংবাদ আসে মাতা হওয়ার কিন্তু সকল মায়ের আদর্শ ও মনোভাব হতে হবে মারীয়ার মত। সকলেই মা হতে পারে কিন্তু বর্তমানে সকল মাকে হতে হবে আদর্শ, নম্র, দীন, আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ও গুণাবলীর সমন্বয়কারী মা। মা মারীয়ার মত আমরাও শুভ সংবাদ পাই প্রতিদিন, সেই সুসংবাদ আসে ঈশ্বরের কাছ হতে॥

১৬

কপালে ভস্ম মেখে শুরু হলো জীবন পরিবর্তনের বসন্তকাল

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

বসন্তকালে যেমন গাছে গাছে পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে নতুন পাতার উদয় হয় প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকালে প্রভু যিশুর জীবনের যন্ত্রণাময় ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা ধ্যান করে, আমাদের নিজেদের পাপের কথা স্মরণ করে এবং প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে জীবন পরিবর্তনের চেষ্টা করি। সেই সাথে নিজেদের আচার-আচরণ ও মন্দ দিকগুলো সংশোধন করে পবিত্র বা পরিবর্তিত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ভস্ম বুধবারে কপালে ছাই মেখে আমরা তপস্যাকালীন যাত্রা শুরু করি। খ্রিস্টমণ্ডলী তপস্যাকালের ৪০ দিনের একটি সময় আমাদের সামনে দেয় যেন এ সময়ে আমরা নিজেদেরকে জানতে পারি, নিজেদের ভুলকে খুঁজে বের করতে পারি এবং পাপের পথ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। আমরা যে শুধুমাত্র এই সময়টাতেই নিজেদের পাপের অবস্থার কথা চিন্তা করব তা নয় বরং সবসময় আমাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। তবুও মণ্ডলী আমাদের এ সময়টাতে বিশেষ আহ্বান জানায় যেন যিশুর কষ্টভোগের কথা স্মরণ করে আমরা পাপের পথ থেকে দূরে আসতে পারি।

তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকালের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'Lent' যার অর্থ হচ্ছে 'Spring' বাংলায় হচ্ছে বসন্ত। তাই বলা যায় যে, জীবন পরিবর্তনের বসন্তকাল হচ্ছে তপস্যাকাল। অন্যদিকে আধুনিক গ্রীক ও ল্যাটিন (Σαρακοστή (Sarakostí) and, quadragesima ("fortieth) (Sarakosti) and quadragesima (fortieth), ভাষায় শব্দের অর্থ হচ্ছে চল্লিশ দিন। আবার হিব্রু ভাষায় (Τεσσαρακοστή (Tessarakostí), meaning fortieth) অর্থের দিক থেকে চল্লিশ দিনের বলা হয়। যিশু তাঁর প্রৈরতিক কাজ করার আগে মরু প্রান্তরে ৪০ দিন ৪০ রাত উপবাসে কাটিয়েছিলেন। তাই বলা যায় যে জীবনকে সুন্দর করার একটি উপযুক্ত সময় হচ্ছে তপস্যাকাল।

কপালে আমরা কেন ভস্ম মাখি: ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভস্মের ব্যবহার চলে আসছে। ভস্ম ব্যবহারের মূলত ২টি উদ্দেশ্য ছিলো: অনুতাপসহ প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণ। গণনা পুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে পরমেশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও শুচিকরণার্থে মোশী ও আরোনের মাধ্যমে যাজক এলিয়েজারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন ভস্ম ও জলের মিশ্রন জনগণের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বিধবা ভক্ত নারী জুডিথ তার দেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মাথায় ভস্ম মেখেছিলেন। যোনা পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে দেখা যায় মানুষ ভস্ম মেখে সম্মিলিতভাবে আপন আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশ করেছিলেন। নতুন নিয়মেও আমরা ভস্ম ব্যবহার দেখতে পাই *(লুক ১০:১৩, মথি ১১:২১, হিব্রু ৯:১৩)*। মণ্ডলীতে নতুন গির্জা আশীর্বাদের সময় 'গ্রেগরীয়াস জল' (জল, দ্রাক্ষারস, লবণ ও ভস্মের মিশ্রণ) গির্জার ভিতরে ছিটিয়ে দেয়া হয়। ভস্ম বুধবারে খ্রিস্টভক্তদের কপালে প্রায়শ্চিত্তের প্রতীক হিসাবে ভস্ম মেখে দেওয়া হয়।

ভস্ম বুধবার পালন মণ্ডলীর ইতিহাসের গোড়ার দিকে উপাসনায় ভস্মের কিছু কিছু ব্যবহার ছিলো বলে আভাস পাওয়া যায়। তবে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রোমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভস্ম বুধবার পালন আরম্ভ হয়। খ্রিস্টভক্তরা তখন নিজেদের অনুতপ্ত পাপীরূপে স্বীকার করে নিয়ে ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্ম লেপন করে প্রায়শ্চিত্তকালের সূচনা করতো। মাতামণ্ডলী প্রথম কয়েকটি শতাব্দী প্রায়শ্চিত্তকালের সূচনা করতো প্রায়শ্চিত্তকালের প্রথম রবিবার থেকে কিন্তু পঞ্চম শতাব্দী থেকে বুধবারই ভস্ম বুধবাররূপে পরিগণিত হয়। যা বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই।

উপবাস ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে প্রভু যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর সহভাগী হয়ে উঠি। অর্থাৎ বলা যায়, উপবাস আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে পবিত্র করতে তথা মনপরিবর্তন করে জীবনকে নতুন করে তোলে। প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা অনেক ভাবে উপবাস করে থাকি। যেমন খাবার না খেয়ে, টাকা বাঁচিয়ে, বা নিজের ইচ্ছাকে দমন করার মধ্যদিয়ে। তবে আমাদের অনেকের কাছে উপবাস কথাটির অর্থ স্পষ্ট নয়। উপবাস শব্দটির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, উপবাস শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ নেতেস (νηστεσ) যেটি হলো ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ নেডটিস (ne-edtis) থেকে যার অর্থ যে কিছু খায়নি, যে খালি। বর্তমানে অনেক সময় উপবাসকে নেতিবাচক হিসাবে দেখা হলেও কিন্তু আসলে এটিকে আমরা সেইভাবে দেখতে পারি না। ইহুদী ধর্মে আমরা দেখি উপবাস অনেক সময় নৈতিবাচক দিকটিকে তুলে ধরে। তারা খুব কঠিনভাবে তাদের সেই পালনীয় উপবাস করে থাকে। তারা অনেক সময় উপবাসের আসল অর্থ বুঝতে সক্ষম হয় না বা বুঝতে চেষ্টা করেন না। তারা উপবাসের সময় গভীরভাবে কান্না, মাটির উপর গড়াগড়ি দেওয়া, কপালে ছাঁই দেওয়া এবং মলিন ছেড়া কাপড় পড়া।

বাইবেলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপবাস একটা বিশেষ অর্থ বহন করে। এটা একজনের মন জয় করার উপায় নয় বরং এটা হলো ঈশ্বরকে নিয়ে কাজ করার জন্য একজনের মনকে খোলার একটা মাধ্যম। পাপের জন্য দুঃখিত হওয়ার এবং একজনকে চরমভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল করানো যার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার খাদ্য আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। এটি হলো এমন একটি কাজ যা বাহ্যিক খাদ্য গ্রহণ না করে আধ্যাত্মিকের সন্ধান করা। প্রথমত এটা ঈশ্বর বা কোন দেবতার কাছে খোলামেলা হওয়া, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। এটা একটি সমন্বিত মাধ্যম কারণ এটা প্রার্থনা, অনুতাপ, মনপরিবর্তন, বিভিন্ন ধরণের দিক নির্দেশনা ও ধর্মানুরাগতাকে এক সঙ্গে নিয়ে চলে। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের সাথে নিজের ও নিজের সাথে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। ইহুদীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপবাস দেখি- অফিসিয়াল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত, বিশেষ বিশেষ সময়ে ব্যক্তিগত, সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত। তারা মূলত ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক উপবাসকে গুরুত্ব দিত। তারা প্রধানত দুইটি সময়কে উপলক্ষ্য করে উপবাস করেন- **ডে অফ এটনমেন্ট** *(লেবীয় ১৬:২৯-৩৪)* এবং জেরুশালেম মন্দির ধ্বংসের পর চল্লিশদিন উপবাস। সময়ের আবর্তে এই উপবাসের ধারণাটি আরো অর্থপূর্ণ হতে থাকে। ঈশ্বরের সামনে নত ইস্রায়েল জাতির সেই হারানো চেষ্টা করেন। তারা ঈশ্বরের দর্শন লাভের জন্য প্রস্তুত হয়। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি উপবাসের অনেকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন: যখন কোন সমস্যায় মানুষ পতিত হয় তখন প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে করে থাকে। আবার যখন দেশের মধ্যে যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ আসন্ন তখন সারা দেশের মানুষ উপবাস করে। তাই বলা যায় উপবাস ও প্রার্থনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুরাতন নিয়মে প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে আমরা দেখি ইস্রায়েল জাতির মানুষের দেওয়া উৎসর্গ বা উপবাস ঈশ্বরের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় *(ইসা. ৫৮:১-৭)*।

নতুন নিয়মে আমরা দেখি যিশু নিজেই চল্লিশ দিন মরু প্রান্তরে উপবাস ও প্রার্থনা করে সময় কাটিয়েছেন। আন্না নামে এক ধার্মিকা নারী চল্লিশদিন উপবাস ও প্রার্থনা করেছেন। যিশুখ্রিস্ট উপবাস সম্বন্ধে নতুন ধারণা দেন। তিনি পুরাতন নিয়মের শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার শিক্ষা দেন। তিনি নতুন ও পুরাতন কাপড় ও দ্রাক্ষারসের উদাহরণ দিয়েছেন। সাধু যোহন ও ফরিসিরা

উপবাস করতেন। কিন্তু সেই সময় যিশু তাঁর শিষ্যদের উপবাস করতে নিষেধ করেছেন। তিনি যুক্তিযুক্তভাবেই প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলেছেন "বর সঙ্গে থাকতে বরযাত্রীরা কি উপবাস করতে পারে *(মথি ৯:১৪-১৭)*।" তিনি বলেন যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে তখনই তারা উপবাস করবে। উপবাস আসবে নিজের ভিতর থেকে, বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দিতে পারে না। আর যখনই এটা চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন অবস্থাটা হয় এই রকম যখন যোহনের শিষ্য ও ফরিসীরা তাঁর শিষ্যদের উপবাস করতে বলেন তখন যিশু রাগ করেন। ইহুদীদের মধ্যে দেখি উপবাস একটি নিয়ম পালন অন্যদিকে যিশুর শিক্ষায় আমরা দেখি এটা হলো প্রার্থনার সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত বিষয়। সাধু মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই যিশু তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে কিভাবে উপবাস করতে হবে তা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বরযাত্রী, পুরাতন কাপড়ে নতুন কাপড়ের তালি এবং পুরাতন চর্মপাত্রে নতুন দ্রাক্ষারস রাখার বিষয় বলেছেন। আসলেই আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নতুন হতে হবে, নতুন ও পুরাতনকে নিয়ে আমাদের জীবন সুন্দরভাবে চলতে পারে না।

আদিমণ্ডলী ইহুদীদের ভক্তিপূর্ণ উপবাসকে পরিত্যাগ করেনি। তারা সপ্তাহে দুইদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপবাস করতেন। যিশুখ্রিস্টের জন্মের কয়েকশতক আগে এটি ছিল একটা ধার্মিকতার অনুশীলন। যিশুর মাধ্যমে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের যাত্রা শুরু হয়েছে। যিশু এসেছেন সবকিছুকে নতুন করে গড়ে তুলতে। যা শুরু হয়েছে তার জন্মের মধ্যদিয়ে, শেষ হয়েছে তাঁর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে এবং পূর্ণতা পাবে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময়। সত্যিকারের উপবাস আমাদের মুক্তির দিকে ধাবিত করে যা আমাদের আত্মার জাগরণ। আমাদের গরীবদের প্রতি ভালবাসার সেবা দিতে হবে। বর যিশু এখন আমাদের সাথে বাহ্যিকভাবে উপস্থিত নেই তাই এখন আমাদেরকে উপবাস করতে হবে। খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীগুলির একতার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। কারণ এই বিচ্ছিন্নতা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আনা নতুনত্বকে প্রতিরোধ করে। আমাদের অবশ্যই যিশুর সেই নতুনত্বকে গ্রহণ করতে হবে। হৃদয়ের পুরাতন জরাজীর্ণতাকে ফেলে দিতে হবে। যিশু আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন হৃদয় মনের পরিবর্তন করতে। যখন আমরা উপবাসের আসল অর্থ বুঝে সেইভাবে উপবাস করতে পারব তখনই যিশুর ত্যাগস্বীকার, ক্রুশে জীবন দেওয়া সার্থক হবে।

প্রার্থনা (Prayer): তপস্যাকালে আমরা প্রার্থনার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কারণ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সাথে এবং তাঁর পুত্র আমাদের মুক্তিদাতা যিশুর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলি। অপব্যায়ী পুত্রের মতো যিশুর কাছে আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা যাচ্না করি। যিশুর দুঃখ-কষ্টের সাথে আমাদের জীবনের কষ্টের সহভাগী হয়ে উঠি। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিকভাবে মিলন করি এবং যিশুর শক্তিতে পারিবারিক শান্তি, একতা ও মিলন ফিরিয়ে আনি।

ভিক্ষা দান /দয়ার কাজ (Alarms giving): আর্থিক বা আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিবেশি ভাই-বোনদের সাহায্য করা, বিশেষ করে দ্ররিদ্রদের যাদের খাবার নেই, কাপড় নেই, ঘর নেই, অসৎ পথে যারা চলে তাদের সৎ পরামর্শ দেওয়া, অন্যদেরকে নিজের কথায় দুঃখ না দেওয়া, জীবনে আরো ভাল কিছু করতে চেষ্ঠা করা। তবে আমরা উপবাস করে যে অর্থ বা খাবার সঞ্চয় করে থাকি আমাদের উচিৎ সেই খাবার বা অর্থ গরীব দুঃখী মানুষদের দেওয়া যদি তা না দিই তবে আমার সেই ত্যাগ স্বীকারের তেমন মূল্য নেই।

এই বছরে প্রায়শ্চিত্তকালে/তপস্যাকালে আমাদের সংকল্প হতে পারে-

১। উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ আমি গরীবদের জন্য এক অংশ রেখে দিতে পারি এবং তপস্যাকাল শেষ হলে সেই অর্থ সরাসরি দরিদ্রদের মাঝে বা কোন ফাদারের মধ্যস্থতায় গরীবকে সাহায্য করা।

২। মাছ, মাংস বা ডিম এই আমিষ থেকে সপ্তাহে ২-৩ দিন নিরামিশ খেয়ে সেই টাকা দানের জন্য জমা করতে পারি।

৩। মোবাইলে কথা কম বলে কিংবা এমবি কম কিনে ত্যাগ স্বীকারের অর্থ জমিয়ে অন্যকে দান করতে পারি।

৪। চাকুরী ক্ষেত্রে কিছু জায়গা বাসে না গিয়ে হেঁটে যেতে পারি।

৫। খাবার অপচয় না করে পরিমান মতো রান্না করা বেশি খাবার গরীবদের দেওয়া।

৬। ১-২ টা বদ অভ্যাস ত্যাগ করা যেমন- সিগারেট খাওয়া, পান খাওয়া কিংবা মদ পান না করা।

৭। মোবাইল কম ব্যবহার করে পরিবারকে সময় দেওয়া।

৮। রোগীদের দেখতে যাওয়া ও তাদের সেবা করা। অন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করা শত্রুকে ক্ষমা করা।

৯। নিয়মিত প্রার্থনা করা এবং খ্রিস্টযাগে যোগ দান করা। ইস্টারের আগে পাপস্বীকার করা।

১০। অন্যদেরকে মূল্য দেওয়া এবং অন্যদের সমালোচনা না করে তাদের কাজের প্রশংসা করা।

১১। যাদের চাকরী নেই ঘরে খাবার নেই কিংবা সন্তানদের টাকার অভাবে স্কুলে ভর্তি করতে পারছে না তাদের সাহায্য করা।

১২। পরিবারে যাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে তাদের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করা।

১৩। টিফিনের টাকা ত্যাগস্বীকার করে টাকা জমিয়ে অন্যদের সাহায্য করা।

১৪। তরকারিতে মশলা বা তেল কম ব্যবহার করে কিছু টাকা জমানো গরীবদের জন্য।

১৫। নিজেদের জীবনের যেকোন একটি মন্দ দিক দূর করতে চেষ্টা করা এবং অন্তত ১ টি ভাল গুণের চর্চা করা॥

স্বর্গরাজ্যে নবম জন্মবার্ষিকী

প্রয়াত বানার্ড অমল রোজারিও
জন্ম : ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে নয়টি বছর হয়ে গেল বাবা তুমি আমাদের মাঝে নেই। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা উপলব্ধি করি। তোমার নাতি-নাতনী যারা তোমাকে দেখেনি তারাও তোমাকে নিয়ে গর্ব করে, তোমার প্রশংসা করে। তোমার স্নেহ মমতা, আদর, ভালোবাসা, শিক্ষা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবন পথে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা ও পাথেয় হয়ে আছে। সত্যিই তুমি একজন আদর্শ বাবা। আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি ও খুব মিস্ করি। আমরা সবসময় তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে উপলব্ধি করি। তোমার এবং মায়ের আদর, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, শিক্ষা ছিল পবিত্র। তোমার জীবনাচরণ আমাদের কাছে এখন স্মৃতিময়। তুমি আমাদের স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ কর, আমরা সবাই যেন তোমার আদর্শকে সামনে রেখে সুস্থ শরীরে বিশ্বস্তভাবে আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারি। পিতা ঈশ্বরের নিকট তোমার আত্মার স্বর্গসুখ ও চিরশান্তি কামনা করি।

তোমার প্রিয়জন
স্ত্রী : অর্চনা রোজারিও
ছেলে-মেয়েরা : কল্যাণী, সিস্টার হিমানী আরএনডিএম, লাবণী, হৃদয়, মাধুরী, সিস্টার পূর্ণিতা আরএনডিএম
(তিনজামাই, পুত্রবধ ও সাত নাতি- দুই নাতনী)

বিজ্ঞ/৭৬/২২

তপস্যাকাল: বিউটি পার্লার

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

এ বছর ২ মার্চ বুধবার মধ্যদিয়ে আমরা প্রবেশ করেছি মণ্ডলীর পূজন বর্ষের একটি বিশেষ সময়ে যাকে আমরা বলি প্রায়শ্চিত্তকাল/তপস্যাকাল/অধ্যাত্মসাধনার কাল/আত্মশুদ্ধিরকাল। এ সময় বা কালকে মণ্ডলীর বসন্তকালও বলা হয়। শীতকালের শেষে প্রকৃতি সেজে ওঠে নতুন সাজে, শুকনো পাতা ঝরে পড়ে; শাখায় শাখায় সবুজ কচিপাতা; বাগানে ফুলের সমারোহ; পাখির কলরবে মুখরিত গাছ-পালা, বন-জঙ্গল। তপস্যাকাল জরা-জীর্ণতা, মন্দতা ও অশুভকে জয় করে পুরনো জীবনের নবায়ন ঘটায়। এতে ত্যাগ-সাধনায়, শুচি-স্নাত-স্নিগ্ধতায় আমরা হয়ে উঠি ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নতুন মানব-মানবী। তপস্যাকালকে ঘিরে গত সংখ্যায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে চিন্তা-চেতনাময় অনেক সুন্দর লেখা প্রকাশ পেয়েছে। আমি আমার তপস্যাকালীন ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা নিয়ে একটু অন্য আঙ্গিকে লেখার প্রয়াস রাখছি। আমার চেতনায় তপস্যাকালকে এবার "বিউটি পার্লার" হিসেবে আখ্যায়িত করছি। তাই বলে পুরুষ পাঠকগণ মনে করবেননা এটা মেয়ে আর মহিলাদের ব্যাপার। আমি রূপক/প্রতীক হিসেবে শব্দটি বেছে নিয়েছি। আমার চিন্তায় বিউটি পার্লার আত্মিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির হাতিয়ার; মনের আয়না যার প্রতিফলনে আমরা হয়ে উঠি পবিত্র, আলোকিত খ্রিস্টান। বিয়ের আগে বর (সবক্ষেত্রে নয়) কনে, কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে, নাচের সময়, পার্টিতে বিউটি পার্লারে যায় তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করণে, কিংবা রূপ আরো আকর্ষনীয় করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে। তাহলে আসুন সবায় মিলে এবার বিউটি পার্লারে প্রবেশ করি। সৌন্দর্য, রূপ বৃদ্ধি করার জন্যে কিছু প্রসাধনী অত্যাবশ্যক। অনেক ধরনের ফেইস পাউডার, প্রসাধনী রয়েছে; তবে সেগুলোর মধ্যে প্রধান ব্যবহার্য তিনটি হলো: প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজ। তপস্যাকালে একটু বেশী সময় প্রার্থনায় থাকতে হয় কারণ যিশু আমার পাপময়তার জন্য বার বার ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন। আত্মমূল্যায়ন করি অমার ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক প্রার্থনা কেমন? কারণ প্রার্থনা আমাদের জীবনের চালিকাশক্তি; ঈশ্বরের সাথে আমার একান্ত সংলাপ সবচেয়ে বড় প্রার্থনা হলো খ্রিস্টযাগ। আমি/আমরা কি নিয়মিত রোববারে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি? যিশু বলেছেন, "জেগে থাকো, প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে না পড়"। আমরা অনেক বার জেগে থাকি কিন্তু প্রার্থনা করিনা তাই প্রলোভনে পড়ি। জেগে থাকি আমরা রাত বারোটার পর বিভিন্ন চমকপ্রদ প্রসাধনী নিয়ে যেমন: মোবাইল, ফেইসবুক , ইন্টারনেটের রকমারী এ্যাপস, ফ্রি অফার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য। যিশু ঈশ্বর হয়েও পিতার সাথে প্রার্থনায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, গেৎসিমানী বাগানে রক্তাক্ত যিশু,

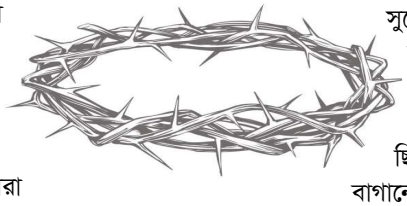

তপস্যাকালের কষ্টভোগী সেবক যিশু দু'হাত বাড়িয়ে তোমায় আমায় ডাকছেন "ফিরে আয়" আসুন প্রার্থনা ম্যাকআপ ব্যবহার করি। বিউটি পার্লারে ২য় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাকআপ প্রসাধনী হচ্ছে -"উপবাস"। এ উপবাস শুধু না খেয়ে থাকা নয়; মাংসাহার ত্যাগ নয় এর সাথে রয়েছে-সংযম, ইন্দ্রীয়দমন, অশুভকে জয়। এ কাজগুলো করতে গেলে কষ্ট করতে হয়; ক্রুশ কাঁধে তুলে নিতে হয়। যিশু বলেছেন ,"যদি কেউ আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে নিজের ক্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক"। আমরা অনেক বার যিশুকে অনুসরণ করি কিন্তু ক্রুশ কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে। হয়তো কারো সাথে রাগ চলছে, হিংসা হচ্ছে, লোভ করছি, অহংকার করছি, ক্ষমা করতে পারছিনা, ভালবাসতে পারছিনা- কোথায় আমাদের উপবাস? অনেকবার শুনি "এত কষ্ট, জীবন নষ্ট,"আমি বলি-এ নয় কষ্ট, জীবন করে শ্রেষ্ঠ। করতে পারলে হয় সত্যিকারের উপবাস অর্থাৎ উপ=নিকট বাস= থাকা, ঈশ্বরের কাছে থ াকা; নিকটে বাস করা। বিউটি পার্লারের ৩য় গুরুত্বপূর্ণ প্রসাধনী দয়ার কাজ/ভিক্ষাদান। তপস্যাকালে মোটা অংকের অর্থ দান শুধু মাত্র দয়ার কাজ নয়; ছোট ছোট ভাল কাজ অনেকের জীবনে বয়ে আনে আনন্দ, বেঁচে থ াকার আশা; ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ডালি। এ বছর পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকালের বাণী মূল্যবান রেখেছেন "ভালোকাজের বীজ বপন কর ভালো কাজ করতে কখন ক্লান্ত হয়োনা।" তোমার দয়ালু হৃদয়, সহিষ্ণুতা, শান্তি, আনন্দ অন্যের সাথে সহভাগিতা কর। আমাদের শেষ বিচারের মানদণ্ড হচ্ছে-Charitz: Love in action . বিউটি পার্লারের এ- প্রসাধনী খুব শক্তিশালী। সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে এ-দয়াভিক্ষা নতুন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিন ধরনের ক্রিম বা সেবার কাজ চালিয়ে যেতে। যারা আমাদের দয়ার কাজের প্রাপক/গৃহীতা হবেন তারা হলেন সমাজের the lost, the last and the least. খ্রিস্ট বিশ্বাস যারা হারিয়ে ফেলেছে খ্রিস্টান হয়েও ধর্মের অনুশীলন করেনা; যারা অল্প শিক্ষিত, অতি দরিদ্র, বিধবা, এতিম, বিভিন্ন নেশায় আসক্ত, যারা ক্ষুদ্রতম, অবহেলিত বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী তারা- তো আজকের কষ্টভোগী যিশু, যাদের জন্য আমাদের দয়া ভিক্ষা দানের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এবার তপস্যাকালের বিউটি পার্লারে আমরা সাজতে থাকি, কথা হবে আবার Easter এ পুনরুত্থিত যিশুকে নিয়ে। ধন্যবাদ॥

মহান স্বাধীনতা দিবসে

মাস্টার সুবল

মহান স্বাধীনতা দিবসে
প্রাণের প্রিয় বঙ্গবন্ধু
অন্তরের গভীরতার মাঝে
তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই।

দেশকে ভালোবেসে
দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করে,
এনেছিলে দেশের মুক্তি
পাকিস্তানীদের কবল থেকে।

৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে
ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে,
তোমার বিশ্বসেরা ভাষণে
জাগ্রত হয়েছিল দেশবাসী।

দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলে
"রক্ত যখন দিয়েছি,
রক্ত আরো দেবো
দেশকে মুক্ত করবো ইন্‌শাল্লাহ।"

তোমার ঐতিহাসিক ভাষণে
ছিল স্বাধীনতার কথা,
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

মায়ের কাছে স্বাধীনতাপাগল এক সন্তানের চিঠি

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

মা,

জানি হয়তো আর কোনোদিন তোমাকে আমি দেখতে পাবোনা। তুমি জেগে থাকলে হয়তো আমি ঘর থেকে বেরও হতে পারতামনা। তাই খুব ভোরেই তোমার চোখ এড়িয়ে বের হয়ে গেলাম। মাগো আমায় ক্ষমা করো, জীবনে এই প্রথম তোমার বাধ্য ছেলে আজ অবাধ্য হলো। জানি আমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলে অনেক, বুকভরা আশা আর ভালোবাসা দিয়েই বাবার মৃত্যুর পর আমাকে একাই বড় করে তুলেছো। কিন্তু মাগো তুমি যেমন আমার মা, এই দেশও তো আমার মা। তোমার মতন এই দেশের কাছেও আমি ঋণী। এই দেশ আমার, এই বাংলা ভাষা আমার। পাকহানাদার বাহিনীরা আজ আমার সত্তায় আঘাত হেনেছে, আমার অস্তিত্বের ভিত্তিতে আঘাত হেনেছে। তাই নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই আমার এই দায়বদ্ধতা। আমি দায়বদ্ধ আমার দেশ, মাটি, ভাষার প্রতি। জানি মাগো তুমি ভীষণ অবাক হয়েছো। তোমার এই বোকাসোকা, ভীতু ছেলেটা যে কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও ভীষণ বোকাই রয়ে গিয়েছিলো, সে কিনা আজ তোমাকে ছেড়ে লড়বে স্বাধীনতার যুদ্ধে? করবে এ দেশ স্বাধীন? গত ২৫ মার্চের রাতে এক আতংক নিয়ে আমরা সকলে পার করেছি। তাই গতকাল সকালে ভাবলাম যাই বন্ধুদের খোঁজ নিয়ে আসি, সবাই কেমন আছে! মা তুমি ভালো করেই জান আমি একটু সরল প্রকৃতির হওয়ায় ইলোরা, সুবর্ণা আর মোস্তাক ছাড়া আমার কোনাও বন্ধু ছিলোনা। তাই প্রথমে গেলাম ইলোরাদের বাসায়। ভেতরে ঢুকে সব জিনিসপত্র এলোমেলো দেখে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। কয়েকবার ইলোরাকে নাম ধরে ডাকলেও সাড়া পাইনি। ড্রইংরুমের বাদিকের দেওয়ালে ইলোরার একটা ছবি টাঙানো ছিল। নৃত্যে প্রথমস্থান অধিকার করে পুরস্কার নিচ্ছিলো। তার নিচেই একটা ছোট্ট শোকেসে ইলোরার পাওয়া বিভিন্ন পুরস্কার রাখা। নিচে তাকাতেই দেখি রক্ত। দৌড়ে ওর রুমের দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। মাটিতে পড়ে আছে ইলোরার নিথর দেহ। প্রথমে ধর্ষণ, তারপর গলাকেটে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। তার অর্ধনগ্ন শরীর আমায় যেনো বলছে "স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা চাই!" পাশের রুমে তার মা, ছোটবোনেরও একই অবস্থা। বুঝতে বাকি রইলোনা পাক হানাদারের বর্বরতার চিহ্ন। কেবল ইলোরা আর তার পরিবার নয়, আমার শতশত বোন ধর্ষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এ লজ্জা আমাদের, গোটা দেশের, গোটা জাতির। চোখজুড়ে তার অনেক বড় নৃত্যশিল্পী হওয়ার স্বপ্নছিলো, আজ তার নিথর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে হঠাৎ মনে হলো সুবর্ণার কথা। ও ছিলো সাংবাদিক বিভাগের ছাত্রী। আমাদের চার বন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসীও। কয়েকবার অধিকারের মিছিলে যোগও দিয়েছিলো। সে চাইতো অধিকার, ভাষার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার। ওর এই সাহসের জন্যে মনে মনে ওকে শ্রদ্ধা করতাম খুব। খুব গর্বও হত ওকে নিয়ে। ইলোরা আর সুবর্ণার বাসার দূরত্ব মিনিট দুয়েক এর। যথারীতি ওদের বাসার দরজা খোলা পেলাম, মেঝেতে পড়া ওর বাবার লাশ। রুমের দিকে উঁকি দিতেই সুবর্ণার ঝুলন্ত দেহটা দেখতে পেলাম। হয়তো ওদের আসার খবর আগেই পেয়েছিলো। ওদের হাতে মৃত্যুর চাইতে, ধর্ষিত হওয়ার চাইতে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় মনে করেছিলো। স্বাধীনতা আর ওর দেখা হলোনা। মুক্তির আনন্দ আর পাওয়া হলোনা। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। চোখে যেনো কালো আঁধার ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পারছিলাম না। দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটলাম মোস্তাকদের বাসার দিকে। মোস্তাক তোমার হাতে চিংড়ি মাছের ভুনা আর ঝাল করে গরুর মাংসের সাথে গরম ভাত খেতে কি পছন্দই না করতো। ওর শুধু ছুতো লাগত তোমার হাতের রান্না খাওয়ার। মা জানো, তোমার আরেক ছেলে মোস্তাককে সেদিন আর খুঁজে পাইনি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও পায়নি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মোস্তাক তার মেধার জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছিলো। ছোটবেলা থেকেই পড়াশনায় ভীষণ মেধাবী ছাত্র। আর তার এই মেধাই তার কাল হয়ে দাঁড়ালো। এই মেধার জন্যেই হয়তো ওরা ওকে তুলে নিয়ে গেছে, হয়তো নির্জন কোন স্থানে চোখ বেঁধে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। হয়তো সেদিন সারারাত আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি, বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি, একসাথে বন্ধুদের আড্ডা, গান, প্রাণভরে নেওয়া শেষ নিঃশ্বাস, আর পরক্ষণেই ওদের নিথর লাশ। ঘুমাতে পারিনি মৃত্যুভয়ে নয়, পরাজিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে, নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার ভয়ে, নিজের ভাষা, নিজের মাটি, নিজের স্বত্তা এসব হারিয়ে ফেলার ভয়ে। মাগো, ২৫ মার্চ রাতে পাকহানাদার বাহিনীরা আমাদের মত নিরস্ত্র, নিরপরাধ বাঙালির উপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, এরপর আর চুপ করে বসে থাকতে, এই মৃত্যুভয় নিয়ে কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকতে আমি রাজি নই। মৃত্যুবরণ করতে হলে বীরের মতনই করবো। মা, তুমিতো জানতে তোমার এই অতি সাধারণ ছেলে কবিই হতে চেয়েছিলো, মিশে যেতে চেয়েছিল এই প্রকৃতিতে কিন্তু আজ আর সে কলম নয়, হাতে অস্ত্র নিয়েছে তুলে। মা, কবি হওয়ার স্বপ্ন নয়, স্বাধীনতার স্বপ্ন আজ আর আমাকে ঘুমাতে দেয়না। এই দেশ আমার, তাকে স্বাধীন করতেই হবে। যে মুখে তোমায় মা ডেকেছিলাম, সেই ভাষাকে মুক্ত করতে হবে যেভাবেই হোক। প্রাণ দিতে হলে দিব। মাগো, এই বাংলা আমার মা, আমি ভালোবাসি এই বাংলাকে। মাগো, আমায় ক্ষমা করো। আর প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করো। মা, প্রেশারের ওষুধটা নিয়মিত খেও আর আমার মতন কোনও মুক্তিবাহিনী আশ্রয় চাইলে আমি ভেবেই তাকে ঘরে একটু জায়গা দিও। যখন আমার কথা মনে পড়বে তখন আকাশের পানে চেয়ে আমায় খুঁজো। খুঁজো আমায় এই মাটিতে, ঝরেপড়া পাতায় আর শীতল বাংলার বাতাসে। দেশটা মুক্তি পেলে তবেই তোমার ছেলে ফিরবে ঘরে। মাগো, নিজের যত্ন নিও আমায় যেও ভুলে। স্বাধীনতা আনবো বলে কলম ছেড়ে হাতে নিয়েছি অস্ত্র তুলে। এই দেশ আমায় ডাকে, এই মাটি আমায় ডাকে, বঙ্গবন্ধু দিয়েছে ডাক স্বাধীনতার সংগ্রামে। বাঙলাকে করবো স্বাধীন, কথা দিলাম তোমাকে। পরাজায় আমি মানবো নাকো ভাষার লাগি দিতে হয় দেব শত সহস্র বার প্রাণ ।

ইতি,
আন্তনী
তোমার অবাধ্য সন্তান

প্রকৃত উপবাস

পদ্মা সরদার

জিনা দশম শ্রেণিতে পড়ে। সে ছোটবেলা থেকে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। সে যখন গির্জায় যায় খুব মনোযোগ দিয়ে প্রভুর বাক্য শোনে। উপদেশ শোনে ও সেই মতো নিজের জীবনকে পরিচালিত করে। উপবাসকালে সে তার দুপুরের খাবারটি সবার শেষে খেতে আসার নাম করে গোপনে পলিথিন ব্যাগে ভরে হোস্টেল গেইট এর সামনে বসে থাকা এক দরিদ্র মানুষকে খাওয়ার জন্য নিজে গিয়ে দিয়ে আসে। তার হোস্টেলে এমন অনেক মেয়েরা ছিলো যাদের ধারণা ছিলো হোস্টেলে উপবাস করে কি হবে, কারণ আমাদের উপবাসের প্রধান উদ্দেশ্য তো নিজে না খেয়ে সেই টাকা দিয়ে গরীব মানুষকে সাহায্য করা। কিন্তু হোস্টেলে তো সেটা সম্ভব নয়, এটা শুধুমাত্র পরিবারে সম্ভব।

একদিন ব্যবহারিক ক্লাস থাকাতে সেই সব মেয়েরা দেরি করে খাবার খেতে আসে এবং তারা জিনাকে দেখতে পায় সে পলিথিন ব্যাগে খাবার নিচ্ছে। তারা লুকিয়ে দেখে যে জিনা কি করবে খাবারগুলো। তারা নিজেরা আলোচনা করে এবার ইনচার্জের কাছে জিনাকে নিয়ে নালিশ করবে। কিন্তু তারা দেখতে পায় জিনা

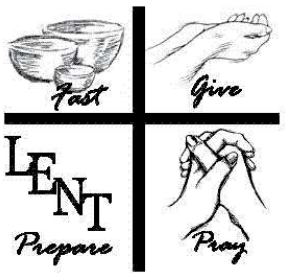

খাবারগুলো নিয়ে সেই দরিদ্র মানুষকে দিয়ে আসে। সেই লোকের হাসিমাখা মুখ আর ছলছলে চোখই বলে দেয় তার এই প্রায়শ্চিত্ত কতোটা সফল হয়েছে।

তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। মানুষকে সাহায্য করতে চাইলে সবার অগোচরে নিজের খাবারটি অন্যের মুখে তুলে দিয়ে এমন আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় সেটা তারা নিজের চোখে দেখেছে। তারা এখন আর ভুল ধারণা নিয়ে বসে নেই বরং তারা জিনার সাথে মিলিত হয়ে প্রার্থনা ও উপবাস করে গরীব মানুষের মুখে খাবার তুলে দেয়।

শিক্ষা: আমরা যারা উপবাসকালে খুঁজে পাইনা কি করা উচিৎ, তারা অভাবি প্রতিবেশিকে একবেলার খাবার দিয়ে বা ছোট ছোট দয়ার কাজের মধ্যেদিয়ে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। তবেই আমাদের চল্লিশ দিনের যাত্রা সার্থক হবে॥

স্রষ্টা দর্শন

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

হয়তো বা স্রষ্টাকে;
তুমি দেখনি,
কীভাবে দেখবে তাঁকে;
তাই শেখনি।

স্রষ্টা তিনি সর্বভুতে;
আছেন বিরাজমান,
দৃষ্টি মেলে দেখবে যদি;
হও চক্ষুষ্মান।

নিরাকার স্রষ্টা তিনি;
সৃষ্টি সাকার তাঁর,
তুমিও তার বড় প্রমাণ;
দেখতে চাও কী আর?
ধর্মে কর্মে যোগী হও;
মানুষের কল্যাণে,
ব্যতিব্যস্ত হও তুমি;
স্রষ্টার নীরব ধ্যানে।

নিজ স্বার্থ ত্যাগী;
পরস্বার্থে হও ব্যস্ত,
বুঝবে স্রষ্টা তোমার কাঁধে;
কী করেছেন ন্যস্ত।

নিজের যশ, সম্পদ, কড়ি;
লোভ লালসার ভিড়ে,
আঁটকে গেলে পুণ্যের তরী;
ভিড়বে না আর তীরে।

তাই বলি, জীবনটাকে;
নূতন করে সাজাও,
ধর্মে কর্মে মন দিয়ে;
আলোর পথে যাও।

আলোচিত সংবাদ

ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি

দেশের বাজারে সরবরাহ কম এবং দাম বেড়ে যাওয়ায় ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। তিন-চারদিনে প্রায় পাঁচ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির 'অনুমতিপত্র' নিয়েছেন আমদানিকার করা। এতে আসন্ন রমজানে পেঁয়াজের দাম বাড়বে না বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার বিকেলে হিলি স্থল-বন্দরের আমদানি-রফতানিকারক গ্রুপের সভাপতি হারুন উর রশীদ জানান, 'দেশে উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে এবং কৃষকদের চাষাবাদে উৎসাহিত করতে গত বছরে ডিসেম্বরে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি) বন্ধ করে দেয় সরকার। তবে সম্প্রতি নতুন করে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয়া শুরু করেছে সরকার; এর মেয়াদ আগামী ২৯ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ভারত সৌদিসহ বিভিন্ন দেশে ব্যান্ডউইথ রফতানিতে বাংলাদেশ

আগামী ৩১ মার্চ দেশে ৫জি সেবা বাণিজ্যিকভাবে শুরু। বর্তমানে বাংলাদেশ ২ হাজার ৭০০ জিবিপি এস ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে; ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ মাত্র সাড়ে ৭ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করত। বাংলাদেশ নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বর্তমানে এ ব্যান্ডউইথ ভারত, সৌদিসহ বিভিন্ন দেশে রফতানি করছে। বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি ব্যান্ডউইথ কিনতে বিভিন্ন চেষ্টা করছে সৌদি আরব।

শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু হচ্ছে ১৫ মার্চ থেকে

মহামারি কাটিয়ে প্রায় দুই বছর পর আবারও পূর্ণোদ্যমে শুরু হচ্ছে দেশের শিক্ষা কার্যক্রম। করোনা সংক্রমণ কমায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমিত পরিসরে ক্লাস শুরু হয়। কিন্তু এই সীমিত আর 'সীমিত'ই থাকছে না; ১৫ মার্চ থেকে দেশের সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শুরু হয়েছে সব বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রম। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সাংবাদিকদের বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা এতদিন ক্লাস শুরু করতে পারিনি, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে; শিক্ষার্থীদেরও টিকার আওতায় আনা হয়েছে। এ অবস্থায় ১৫ মার্চ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে ক্লাস শুরু হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ দেয়া হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে। নতুন কারিকুলাম চালু হলে পরীক্ষার সংখ্যা কমবে, এতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি দূর হবে; সেই সঙ্গে পরীক্ষানির্ভর মূল্যায়ন থেকে বের হয়ে আসা যাবে। প্রতিদিনের লেখাপড়ার মূল্যায়ন প্রতিদিনই হবে, বছর শেষে সীমিত আকারের পরীক্ষা হবে; তবে সারা বছরের মূল্যায়ন সমন্বয় করে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে।

ইউক্রেনে নিহত হাদিসুরের লাশ ফিরল

গত ২ মার্চ ইউক্রেনের অলভিয়া বন্দরে আটকে থাকা এম ভি বাংলার সমৃদ্ধি রকেট হামলার শিকার হয়, এতে জাহাজে আগুন ধরে গেলে নিহত হন জাহাজের ৩য় প্রকৌশলী হাদিসুর রহমান। পরদিন ৩ মার্চ জাহাজটি থেকে জীবিত ২৮ নাবিক ও নিহত হাদিসুরের মরদেহ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। এর পর ঐ ২৮ নাবিককে ইউক্রেন থেকে মালদোভা হয়ে রোমানিয়ায় নিয়ে যায় সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাস। গত ৯ মার্চ রোমানিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্বাবধানে ঐ ২৮ নাবিককে দেশে ফেরত আনা হয়। প্রকৌশলী হাসিদুরের মরদেহ ১৪ মার্চ রাত ১০টার দিকে বেতাগী উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের কদমতলা গ্রামে নিজ বাড়িতে এসে পৌছায়। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জানাজা শেষে তার মরদেহ স্থানীয় মসজিদের পাশে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

২৫ মার্চ ১ মিনিট ব্ল্যাকআউট

গণহত্যা দিবসে ২৫ মার্চ রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট পর্যন্ত সারাদেশে প্রতীকী 'ব্লাকআউট' পালন করা হবে। তবে কেপিআই এবং জরুরী স্থাপনা সমূহ এ কর্মসূচীর আওতামুক্ত থাকবে। একইসঙ্গে ওই রাতে সব সরকারী আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারী ভবন ও স্থাপনা সমূহে কোন আলোকসজ্জা করা যাবে না॥

- তথ্যসূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো

YWCA

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একাট অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা"এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র মাধ্যমিক শাখায় পাঠদানের জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। নিম্নলিখিত পদে আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

পদের নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় অনার্স-মাস্টার্সসহ ও বিএড থাকতে হবে। বয়স ২৫-৩৫ বছর। (নারী ও শিক্ষক নিবন্ধনকৃত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।)
ক্রেডিট অর্গানাইজার	১টি	উচ্চ মাধ্যমিক পাস। ক্রেডিট প্রোগ্রামে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ২০-৩৫ বছর।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৪. সহকারী শিক্ষক পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ৩১ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। পূর্বে যারা আবেদন করেছেন, তাদের আর আবেদন করার প্রয়োজন নেই ।

সাধারণ সম্পাদিকা
ওয়াইডাব্লিউসিএ এব কুমিল্লা
বাদুরতলা, কুমিল্লা।

বিঃ দ্রঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞ/৭৮/২২

‘নারীরা এগিয়ে গেলে এগিয়ে যাবে দেশ’

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ বিগত ৮ মার্চ ‘টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য’ প্রতিপাদ্য নিয়ে কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মীদের আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান। যেখানে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও বলেন ‘নারীরা এগিয়ে গেলে এগিয়ে যাবে দেশ। তিনি আরও বলেন, নারীরা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে চায়, তাদের সুযোগ করে দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ এবং কাথলিক বিশপগণ নারী নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারিতাস বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক (কর্মসূচি) জেমস্ গোমেজ ও পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) যোয়াকিম গমেজ। অনুষ্ঠানে প্রার্থনা পরিচালনা করেন সমিরণ অর্পা কুজুর, নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন অনিতা মার্গারেট রোজারিও, মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম কারিতাসে নারী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন শিবা মেরী ডি’রোজারিও, ‘মণ্ডলী ও সমাজ: সংলাপ বিনির্মাণে নারী’ বিষয়ে আলোচনা করেন লিলি আন্তনিয়া গমেজ। নারীকে কেন্দ্র করে কবিতা আবৃত্তি করেন মেইনথিন প্রমিলা ও সংগীত পরিবেশন করে কারিতাস সংগীত দল। এ ছাড়া নারী দিবস উপলক্ষে অনুভূতি প্রকাশ করেন জিনিয়া মারীয়া পালমা, রফিকুল ইসলাম ও জিনাত জাহান। সঞ্চালনায় ছিলেন শিখা তেরেজা রোজারিও ও রবার্ট রকি কোড়াইয়া॥

প্রভু যীশুর ধর্মপল্লী পাগাড়ে শিশুদের প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জনধ্যান এবং আরাধনা ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তন্ময় কস্তা ▯ গত ৪ মার্চ, রোজ শুক্রবার প্রভু যীশুর ধর্মপল্লী, পাগাড়ে শিশুদের নিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জনধ্যান এবং পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনার আয়োজন করা হয়। এই নির্জনধ্যানে নার্সারী থেকে শুরু করে ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিশুরা অংশগ্রহণ করে। শুক্রবার সকালে খ্রিস্টযাগ ও ক্রুশের পথ এর পরই নির্জনধ্যান এবং আরাধনা শুরু করা হয়। এই নির্জনধ্যান পরিচালনা করেন পাগাড় ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। তিনি মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে যিশুর জীবনের বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে তার সহভাগিতায় বলেন, যিশু শিশুদের ভালবাসেন এবং শিশুরাও যিশুকে ভালবাসে। শিশুরা হলো নম্র, কোমলপ্রাণ, বিনম্র ও পবিত্র। তিনি শিশুদের অনুপ্রাণিত করে বলেন, আমরা যেন দীন-দরিদ্র, অভাবীদের দান করতে শিখি, খাবার অপচয় না করি, গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করি, বাড়ীতে বিভিন্ন কাজকর্ম করি এবং নিয়মিত পড়াশোনা করি। সহভাগিতার পর শিশুদের নিয়ে আরাধনা করা হয় এবং শিশুরা আরাধ্য সংস্কারের সামনে হাঁটু দিয়ে বেদীতে হাত দিয়ে প্রার্থনা করে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সেমিনারে ১ জন ফাদার, ১ জন মেজর সেমিনারীয়ান, ৩০ জন শিশু এবং তাদের পিতামাতাগণও অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে, ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এই নির্জনধ্যান সমাপ্ত করেন॥

‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’

জের্ভাস মুরমু ▯ গত ৮ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার ‘লূর্দের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, বনপাড়ায় অর্ধ দিনব্যাপী ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’-এর আয়োজন করা হয়। যার মূলভাব ছিল “নারী পুরুষের সমতা, টেকসই আগামীর নিশ্চয়তা।” খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠনের শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লিপন প্যাট্রিক রোজারিও। তিনি বলেন, “নারী মানে- ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, স্ত্রী, বোন। শুধু আমাদের মায়েদের নয়; বরং সব মায়েদের একই সমান, ভালবাসা ও সমমর্যাদা দেই। খ্রিস্টযাগের পর র‍্যালীর আয়োজন করা হয় এবং এই সমাবেশে প্রায় ১০০ জনের মতো উপস্থিত ছিল। ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা নারীর অধিকার চাই; কিন্তু কিভাবে এই অধিকার আদায় করব তা প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে। সিস্টার তৃপ্তি মেরী এসএমআরএ বলেন, আমাদের সমাজের মেয়েরা অল্প বয়সে বিয়ে করে এবং পরে নির্যাতিত হয়। এই বিষয়ে আমাদেরকে অনেক সচেতন হতে হবে। আর আমরা নারীরা যেন প্রত্যেক নারীকে সম্মান করে চলি।” সন্ধ্যা পিরিচ সমাজের নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমরা নারীরা যেন নিজের পাঁয়ে দাঁড়াতে পারি এবং পরনির্ভরশীল না হই।” শেষে দুপুরের খাওয়ার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় এবং সিস্টার নৈবেদ্য এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ করেন॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

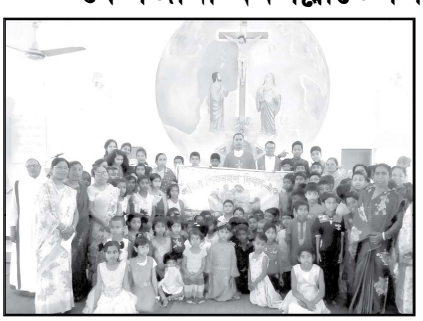

দিপালী রড্রিকস্ ▯ বিগত ০৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ধর্মপল্লী, ফৈলজানায় শিশুমঙ্গল দিবস পালিত হয়। দিবসের মূলসুর ছিল ‘আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ’। সকাল ৯টায় শিশুরা শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পালক পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার এ্যাপোলো শিশুদের আহ্বান করেন যেন তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রার্থনা করে, ভাল মতো পড়াশুনা করে, বড়দের বাধ্য থাকে এবং সম্মান করে। খ্রিস্টযাগের পর শিশুরা আনন্দ র‍্যালী করে মিশন প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে হলঘরে প্রবেশ করে। সেখানে এনিমেটরগণ গান ও ফুল দিয়ে শিশুদের শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর শিশুমঙ্গল সংঘের আহ্বায়ক সিস্টার মেরী অর্ঘ্য এসএমআরএ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপরই শুরু হয় শিশুদের শ্রেণিভিত্তিক প্রার্থনা, গান, বাইবেল কুইজ এবং বাইবেল ভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৮৭জন শিশু এবং ১৪জন এনিমেটর উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে, প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে এই দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

তোমার চলে যাবার তিনটি বছর

Robin Rozario
Born: 4th May 1947
Died: 23rd March 2019

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার প্রিয় পুত্রগণ, কন্যা, স্ত্রী, নাতি-নাতনী, পরিবার-পরিজনসহ অসংখ্য প্রিয়জনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছো। তোমাকে ছাড়া আমাদের গৃহ শূণ্য তোমার স্পর্শ আজও পরিবারে জড়িয়ে আছে।

পরম করুণাময় প্রভুর কাছে আমাদের একটি চাওয়া তিনি যেন তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমার শোকার্ত পরিবার

ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আপনজন
ও
স্ত্রী : প্রণতি রোজারিও

মহাখালী খ্রিস্টান পাড়া
গ্রামের বাড়ি : দড়িপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

প্রয়াত রবীন রোজারিও
জন্ম : ৪ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/৭৫/২০২২

কাতুলীতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব-২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

স্থান: কাতুলী, সাধ্বী রীতা'র ধর্মপল্লী
মথুরাপুর, চাটমোহর, পাবনা।

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ মে, ২০২২ খ্রি:, মথুরাপুর সাধ্বী রীতা'র ধর্মপল্লীর অধীনস্থ কাতুলী গ্রামে প্রতি বছরের মতো এবারও পাদুয়ার সাধু আন্তনী'র তীর্থোৎসব উদ্‌যাপিত হবে।

তীর্থের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোসহ, অন্যান্য ধর্মপ্রদেশ এবং দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সকল বিশ্বাসী ভক্তদের প্রতি রইল সাদর আমন্ত্রণ। আপনাদের উপস্থিতি দিনটিকে ঐশ মহিমা প্রকাশে আরো বিশ্বাস-সমৃদ্ধ ও পুণ্যমণ্ডিত করে তুলবে।

তীর্থে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ৫০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র।
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

নভেনার খ্রিস্টযাগ
নভেনা: ৪-১২ মে, ২০২২ খ্রি:
বিকাল: ৪:৩০ মিনিটে

তীর্থের মহাখ্রিস্টযাগ
সকাল: ৯:৩০ মিনিটে

শুভেচ্ছান্তে,
পালক পুরোহিত, সাধু আন্তনীর তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি ও খ্রিস্টভক্তবৃন্দ।
সাধ্বী রীতা'র কাথলিক ধর্মপল্লী
মথুরাপুর, চাটমোহর, পাবনা।

যোগাযোগ -
ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী - ০১৭৯৪৫৩২৬৬৫
ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন - ০১৭৪৬১৬৩২০৭
আগষ্টিন রোজারিও - ০১৭১৭১৩৪৩৭০

বিজ্ঞ/৬৬/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 11
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১১
Regd. No. DA-33
❖ 20 - 26 March, 2022, ৬ - ১২ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org